এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
মডার্ন গিনি হাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন তুমি প্রতিক্ষণে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ তৃণমূলের অ্যাকাউন্টের ১৬৪ কোটি টাকার কোনও হিসেব নেই: ইডি
কামারহাটি থেকে গ্রেপ্তার রাজারহাট বিস্ফোরণ-কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত ৩

কলকাতা ১৯ জুলাই ২০২৬ ২ শ্রাবণ ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.07.2026, Vol. 20 Issue No. 39, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজ বিশ্বকাপ ফাইনাল

আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন
(ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০)

SMJ Surovi Mansion Jewellers
Since - 1983
সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

মহাকাশে পাড়ি প্রথম দেশীয় বেসরকারি রকেটের

শ্রীহরিকোটা, ১৮ জুলাই: মহাকাশে পাড়ি দিল দেশের প্রথম বেসরকারি রকেট। 'মিশন আগমন'-এর অন্তর্গত ওই রকেটের উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। বেলা ১২টা নাগাদ শ্রীহরিকোটার উৎক্ষেপণ সফল হতেই তৈরি হল ইতিহাস। লো আর্থ অরবিটে ৩৫০ কেজি পর্যন্ত পেলোড বহনে সক্ষম বিক্রম-১।

এদিন যখন 'বিক্রম-১' মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু বছরের কারিগরি প্রচেষ্টা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের এক চূড়ান্ত মুহূর্ত জন্ম নিল। যে মুহূর্তটি মহাকাশ পরিবহণের ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎকে নতুন রূপ দিতে পারে।

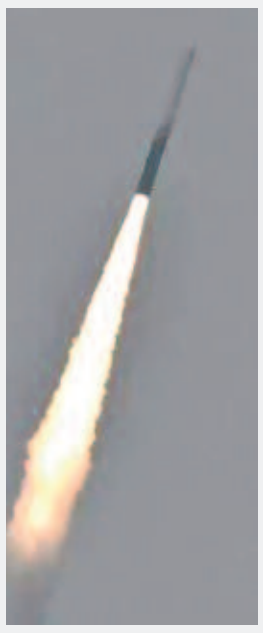

উল্লেখ্য, স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের তৈরি ভারতের প্রথম বেসরকারি অরবিটাল রকেট বিক্রম-১। অত্যাধুনিক লিকুইড ইঞ্জিন ও কঠিন-জ্বালানি বুস্টারের মিশেলে তৈরি এই রকেট ঘিরে প্রত্যাশা তুঙ্গে। বলে রাখা ভালো, এই মিশনে মহাকাশে পাঠানো হবে এমব্রেস নামের একটি রোবোটিক আর্মও। সেই সঙ্গেই এখানে থাকবে ১৮ ক্যারেট সোনার তৈরি একটি ক্ষুদ্র রকেট। যে রকেটে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার কিংবদন্তি মুখ বিক্রম সারাভাই, এপিজে আবদুল কালাম, সিভি রমণ, বিক্রম সারাভাইয়ের মুখ খোদিত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক টেলিফোন বার্তায় প্রথম প্রচেষ্টাতেই এই অভিযানের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য 'স্কাইরুট' দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পবন ও ভরত-আপনারা কেবল মহাকাশেই একটি নতুন বৃক্ষ রোপণ করেননি, বরং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে মাটিতেও একটি নতুন শিকড়কে সুদৃঢ় করেছেন।'

শুধু তোমাকেই চাই

মেসির অমরত্ব নাকি কামাল শুরু ইয়ামালের?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবল বিশ্ব অপেক্ষা করছে এক স্বপ্নের ফাইনালের জন্য। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবং ইউরোপের শক্তিশালী দল স্পেন। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই ম্যাচকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। তবে এই ফাইনালকে আরও বিশেষ করে তুলেছে লিওনেল মেসি এবং লামিনে ইয়ামালের অবিশ্বাস্য এক গল্প।

২০০৭ সালে বার্সেলোনার একটি বিশেষ ফোটোশুটে মাত্র পাঁচ মাসের শিশু ইয়ামালকে কোলে নিয়ে স্নান করাচ্ছিলেন তরুণ লিওনেল মেসি। সেই সময় মেসির বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর, আর তিনি ধীরে ধীরে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় তারকা হয়ে উঠছিলেন। প্রায় দুই দশক পরে সেই ছোট্ট শিশুই আজ স্পেনের জার্সিতে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলতে নামছেন। ভাগ্যের এমন অদ্ভুত পরিহাসই ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এই ম্যাচকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের এক ও দুই নম্বর দল আর্জেন্টিনা ও স্পেনের এই লড়াইকে অনেকেই সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সেরা বিশ্বকাপ ফাইনাল হিসেবে দেখছেন। কাগজে-কলমে স্পেনকে সামান্য এগিয়ে রাখা হলেও মাঠের লড়াই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

আর্জেন্টিনার লক্ষ্য টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয় এবং ইতিহাসে চতুর্থ শিরোপা ঘরে তোলা। ১৯৮৬-র পর ১৯৯০- টানা দুটো বিশ্বকাপ ঘরে তোলার সুযোগ ছিল দিয়েগো মারাদোনার সামনেও। কিন্তু কান্নায় মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। লিওনেল মেসি কি পারবেন সাফল্যের হাসি হাসতে? ৩৯ বছর বয়সেও মেসি যেন সময়কে হার মানিয়ে খেলছেন। এটি তাঁর কেরিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ, আর পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে তিনি দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। সাত ম্যাচে আটটি গোলের পাশাপাশি চারটি গোল করিয়েছেন সতীর্থদের দিয়ে। দলের আক্রমণের মূল ভরসা এখনও তিনিই।

তবে আর্জেন্টিনা শুধু মেসির উপর নির্ভর করে নেই। লাউতারো মার্টিনেজ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছেন। মাঝমাঠে এনজো ফার্নান্দেজও নিজের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। পুরো টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনা একের পর এক কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। বিশেষ করে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাটকীয় প্রত্যাবর্তন দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে মেসির দু'টি দুর্দান্ত অ্যাসিস্টে ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে আলবিসেলেস্তেরা। সাত ম্যাচের সাতটিতেই জয় পেয়ে তারা অপরাজিত অবস্থায় ফাইনালে উঠেছে।

অন্য দিকে, স্পেনের শক্তি তাদের দুর্ভেদ্য রক্ষণ। পুরো বিশ্বকাপে সাত ম্যাচে মাত্র একটি গোল হজম করেছে তারা। ছয়টি ম্যাচে প্রতিপক্ষকে গোলশূন্য রেখে বিশ্বকাপের ইতিহাসেই এক অনন্য নজির গড়েছে স্প্যানিশরা। আয়মেরিক লাপোর্তে, রদ্রি এবং পাউ কুবার্সির নেতৃত্বে স্পেনের ডিফেন্স প্রায় অভেদ্য প্রাচীর হয়ে উঠেছে।

আক্রমণভাগে লামিনে ইয়ামাল স্পেনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। চোটের সমস্যা থাকলেও তিনি ফাইনালে খেলবেন বলেই আশা করা হচ্ছে। তাঁর পাশাপাশি পেদ্রো পোরোর দিকেও নজর থাকবে। স্পেন দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে। এর আগে ২০১০ সালে তারা প্রথম এবং একমাত্র বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছিল। এবারের আসরে তারা ছয়টি জয় ও একটি ড্র নিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে।

এই ফাইনালের আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনালে অনুষ্ঠিত হবে হাফটাইম শো। সেই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন জাস্টিন বিবার, ম্যাডোনা, বিটিএস এবং শাকিরার মতো আন্তর্জাতিক তারকারা। ফলে ফুটবলের পাশাপাশি সংগীতপ্রেমীদের কাছেও এই ম্যাচ হয়ে উঠতে চলেছে এক অনন্য উৎসব।

উত্তরের সফরে জোর সীমান্তের নিরাপত্তায়

চিকেনস নেক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার পর প্রথম বার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সীমান্ত নিরাপত্তায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন অমিত শাহ। বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারংবার বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশের সমস্যার কথা। রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার সমস্যার জন্য তৎকালীন তৃণমূল সরকারকে দুষেছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কী পদক্ষেপ করবেন, সেটাও সংক্ষিপ্ত ভাবে বলেছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে শিলিগুড়ি করিডর। যা চিকেনস নেক নামেও পরিচিত।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থল সংযোগ হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়ি করিডোর বা 'চিকেনস নেক'-এর নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের ফুলবাড়ি সীমান্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যৌথভাবে সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এই বৈঠকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো, নতুন বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) গড়ে তোলা এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও তিনি ৭৭.০৬ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন।

সরকারি সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০টি নতুন বিওপি চালু করা হবে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ সীমান্তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আউটপোস্ট তৈরি হবে। পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে ত্রিস্তরীয় স্মার্ট ফেন্সিংয়ের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওই এলাকার ফুলবাড়ির জুমাগছ দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তার দিক থেকে স্পর্শকাতর বলে পরিচিত। বিশেষ করে মহানন্দা নদীর যে অংশে এখনও কাঁটাতার নেই, বর্ষার সময়ে সেই জলপথ ব্যবহার করে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই নদীঘেঁষা উন্মুক্ত এলাকাগুলিতে ভার্চুয়াল ফেন্সিং, থার্মাল ইমেজিং-সহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, গত এক সপ্তাহ ধরে ফুলবাড়ি থেকে নারায়ণজোত পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। পাশাপাশি ওই সীমান্তে জমি-সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত মিটিয়ে ফেন্সিংয়ের কাজ এগিয়ে নেওয়ার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা প্রকল্প ঘিরে বিদেশি, বিশেষ করে চিনা প্রযুক্তিবিদদের উপস্থিতি বেড়েছে বলে কেন্দ্রের নজরে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত নিরাপত্তা আরও মজবুত করার কৌশল চূড়ান্ত করতে উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিনের বৈঠকে উত্তরবঙ্গের ছয় জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

বুলডোজারে গুঁড়োল অফিস, এখনও চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার দলীয় কার্যালয় ভাঙার কাজ শুরু করল জেলা প্রশাসন। শনিবার সকাল থেকেই গোটা এলাকা ঘিরে মোতায়েন করা হয় বিপুল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে বুলডোজার এনে ভাঙার কাজ শুরু হয়।

এদিকে, আমতলায় তাঁর বেআইনি পার্টি অফিসে বুলডোজার অ্যাকশন চলতেই 'প্রতিহিংসার রাজনীতি' দেখলেন অভিষেক। ঘটনার পরে কালীঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। একত্রিশে সরকার বদলালে বিজেপির একটাও পার্টি অফিস থাকবে না।'

শনিবার সকালে অভিষেকের কার্যালয় ঘিরে ফেলে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী। সঙ্গে ছিলেন দমকলের আধিকারিক, বিডিও এবং বিএলআরও। তার পরেই পৌঁছে যায় বুলডোজার। অভিযোগ, পাঁচতলা ওই ভবনটি অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযোগের ভিত্তিতে আগেই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। তবে নির্ধারিত শুনানিতে কেউ উপস্থিত না হওয়ায় প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শনিবার সকালে প্রথমে কার্যালয়ের সামনে থাকা নীল রঙের শেডটি ভেঙে ফেলা হয়। ভবনের সামনে শেড ভাঙার পরে ভেঙে ফেলা হয় দোতলার সামনের দেওয়াল। সেখানে ততক্ষণে জড়ো হন এলাকাবাসীদের অনেকেই। কেউ কেউ ভবনের ভিতরেও ঢুকে পড়েন। তাঁদের কয়েক জনকে জিনিসপত্র, এসি যন্ত্র ভাঙতে দেখা যায়। ওই লোকজনকে ভবনের ভিতর থেকে বার করে দেয় পুলিশ।

এই অভিযানের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। এদিন জেলা প্রশাসনের দাবি, যে জমির উপর কার্যালয়টি তৈরি হয়েছে, সেটি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নামে কেনা হয়েছিল। জমির নথিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে বলেও প্রশাসনের বক্তব্য। এই জমি ও নির্মাণ সংক্রান্ত নথির ব্যাখ্যা জানতে চেয়েই নোটিস পাঠানো হয়েছিল। যদিও প্রশাসনের একাংশের মতে, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা নথি জমা না পড়ায় বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রের দাবি, কার্যালয় নির্মাণ সংক্রান্ত নথি ও প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যাখ্যা চেয়ে ৩০ জুন প্রথম নোটিস পাঠানো হয়েছিল। এরপর ৭ জুলাই দ্বিতীয় নোটিস দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ১৫ জুলাই জেলা প্রশাসনের দপ্তরে হাজির হয়ে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। যদিও এক্ষেত্রে প্রশাসনের বক্তব্য, 'পরপর দুটি নোটিস পাঠানো হলেও কোনও উত্তর মেলেনি। নির্ধারিত দিনেও কেউ হাজির হননি। এরপর আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, আমতলার দলীয় কার্যালয়ের ভাঙার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের আবহে বিদ্রোহী বিধায়কদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, যাঁরা দল ছেড়েছেন, তাঁদের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে যদি সত্যিই তিনি থাকেন, তবে তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলে ফিরে এলেই তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত।

Embrace the Hustle
For a brighter Future
Website : www.swamivivekanandauniversity.ac.in
ADMISSIONS OPEN
FOR THE SESSION
2026-27
SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY
Excellence | Innovation | Entrepreneurship
UNIVERSITY CAMPUS - Telini Para, Barasat ☎ 8961334184/ 9830802507
SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES
Website : www.svist.org
CAMPUS - SONARPUR, BARUIPUR
9831084446 / 7003029267
REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION
Website : www.rerf.in
CAMPUS - BARRACKPORE
9831103784 / 9007231000
APPROVED BY AICTE || NAAC B++ ACCREDITED || AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE
MBA | MCA | M.Tech in CSE • EE • ME • CE
B.Tech CSE in Gaming, AI & DS • ECE • EE • EEE • ME • CE
BBA | BCA | • B.Sc. MLT • BSc. MRIT • Physiotherapy
• Data Science • Cyber Security • Psychology • Biotechnology
• Microbiology • Journalism • Digital Marketing • Agriculture
• Hospital Management • Hotel & Hospitality Management
• Animation • Nutrition • Diploma in : Civil • ME • EE • English
• Electronics • Comp.Sc. • Optometry • OTT • LLB
West Bengal Student Credit Card Scheme Available
OUR RECRUITERS
Tractors India, Tech Mahindra, IBM, accenture, HCL, WIPRO, Cognizant, genpact, amazon, Infosys, VIDEOCON, d2h
and many more...

ভিএলটিডি প্রকল্পে প্রযুক্তিগত সমস্যা মেটাতে ৪৮ ঘণ্টার নির্দেশ পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়িতে ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস (ভিএলটিডি) বসানোর প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শনিবার বৈঠক করল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। শনিবার পরিবহণমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। এদিনের বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব, পরিবহণ অধিকর্তা, ওয়েবেল ও ডব্লিউটিএল-এর প্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ভিএলটিডি প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং পরিবহণ সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী নির্দেশ দেন, ভিএলটিডি প্রস্তুতকারকদের অনবোর্ডিংয়ে যে প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়েছে, তা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দূর করতে হবে।

একই সঙ্গে প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ডিভাইসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার নির্দেশও দেন তিনি। মন্ত্রীর বক্তব্য, অন্যান্য রাজ্যে যে দামে এই ডিভাইস পাওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গেও সেই দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। এছাড়া পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করে প্রকল্পটি নির্বিঘ্নে চালু করার ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

গ্রন্থাগারের বেহাল দশা, দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের বেহাল দশা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শনিবার তিনি স্বয়ং ওই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শনে যান। দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখে তিনি তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরিদর্শন চলাকালীন দেখা যায়, ভবনের একাধিক অংশ থেকে ছাদের জল চুঁইয়ে পড়ছে। দেওয়াল ও ছাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রন্থাগার চত্বরের যত্রতত্র আগাছা ও ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে, যা কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিকেই স্পষ্ট করে দেয়। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, আমাদের শহরের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থাগারের এই অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং মর্মাহত। বিষয়টি আগে আমার নজরে আসেনি, তবে আজ এখানে এসে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারলাম। তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ওই দপ্তরের মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, আগামী আগস্ট মাসেই তিনি নিজে শিলিগুড়িতে এসে এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করবেন। এরপরই লাইব্রেরির ভৌত পরিকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কার এবং নতুন পরিকল্পনা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শঙ্কর ঘোষের কথায়, গ্রন্থাগার কেবল বই রাখার জায়গা নয়, এটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। তাই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা ও আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি।

ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বড় পরদায় বিশ্বকাপ খেলা দেখার আয়োজন করতে নন্দনচত্বর পরিদর্শন করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

গঙ্গাসাগরকে 'জাতীয় মেলা'র স্বীকৃতি চেয়ে কেন্দ্রকে নবান্নের জোড়া চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর গঙ্গাসাগর মেলাকে 'জাতীয় মেলা'র স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে নতুন করে সক্রিয় হল নবান্ন। অতীতে একাধিক বার কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানিয়েও সাড়া না মেলার অভিযোগ ছিল। এবার 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সময়ের আবহে সেই দাবিই ফের সামনে আনল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রকে পরপর দু'দিনে দু'টি পৃথক চিঠি পাঠিয়ে গঙ্গাসাগরের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, ১৪ জুলাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিবকে পাঠানো চিঠিতে গঙ্গাসাগরকে দেশের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে উল্লেখ করে তাকে 'জাতীয় মেলা'র মর্যাদা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। মেলার ঐতিহ্য সংরক্ষণ, লোকসংস্কৃতির বিকাশ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তারও আর্জি জানানো হয়েছে। পরের দিন, ১৫ জুলাই, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের সচিবের কাছেও পৃথক চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং পর্যটন সম্ভাবনা বাড়াতে কেন্দ্রীয় অনুদানের আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সময়ও গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি বারবার তোলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার মনে করছে, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক শিবিরের সরকার থাকায় দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণের সম্ভাবনা বেড়েছে। এখন নজর কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে। গঙ্গাসাগর মেলা কি শেষ পর্যন্ত 'জাতীয় মেলা'র স্বীকৃতি পাবে, নাকি আগের মতোই দাবি ফাইলবন্দি থাকবে; সেটাই দেখার।

উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বাগবাজার রথযাত্রা উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মানিত হলেন ড. বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরী (বালু দা) ও কেসি দাসের কর্ণধার ধীমান দাস। গিরিশচন্দ্র অ্যাভিনিউ ও বাগবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরে আয়োজিত এই রথযাত্রা উৎসবে ভক্তদের পাশাপাশি বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এক সপ্তাহ ব্যাপী ধর্মীয় আচার, ভক্তি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে বাগবাজারের রথযাত্রা উত্তর কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে প্রতি বছরই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ডনবসকো স্কুলে আয়োজিত 'মায়ের নামে একটি গাছ' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।
ছবি: অদিতি সাহা

সূর্য রোশনি নিয়ে এল নতুন ফ্যান, ওয়াটার হিটার এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের রেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সূর্য রোশনি লিমিটেড তাদের নতুন প্রিমিয়াম কনজিউমার ডিউরেবলস পণ্যের রেঞ্জ বাজারে এনেছে। এই নতুন লঞ্চের মাধ্যমে সংস্থা উদ্ভাবন, গুণমান, নিরাপত্তা এবং গ্রাহকদের আরও উন্নত অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী করল। নতুন প্রোডাক্ট রেঞ্জটি কলকাতায় আয়োজিত একটি চ্যানেল পার্টনার মিটে লঞ্চ করা হয়, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা থেকে চ্যানেল পার্টনাররা অংশগ্রহণ করেন।

নতুন রেঞ্জে রয়েছে প্রিমিয়াম ডিজাইনার বিএলডিসি ফ্যান সহ অন্যান্য ডেকোরেটিভ ফ্যান। আধুনিক বাড়ির কথা মাথায় রেখে তৈরি এই ফ্যানগুলোতে রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইন, কম বিদ্যুৎ খরচ এবং শক্তিশালী এয়ার ডেলিভারি। ওয়াটার হিটারের পোর্টফোলিও আরও শক্তিশালী করেছে সূর্য। পাশাপাশি ড্রাই আয়রনের নতুন রেঞ্জও বাজারে এসেছে, যেখানে রয়েছে উন্নত নিরাপত্তা এবং আরামদায়ক ডিজাইন। এই লঞ্চ সম্পর্কে সূর্য রোশনি লিমিটেডের সিইও বাসুমিত্র পাণ্ডে বলেন, আজকের গ্রাহকরা এমন পণ্য চান, যেখানে ভালো পারফরম্যান্স, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, সুন্দর ডিজাইন এবং নির্ভরযোগ্যতা-সবকিছু একসঙ্গে পাওয়া যায়।

নিখোঁজের ৪০ ঘণ্টা পর উদ্ধার দময়ন্তী, স্বস্তিতে পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার প্রায় ৪০ ঘণ্টার উৎকণ্ঠার অবসান হল। জাতীয় দলের ট্রায়ালে সুযোগ পাওয়া ১৫ বছরের রাইফেল শুটার দময়ন্তী সেনকে শনিবার সকালে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাট এলাকা থেকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পরিবারের সদস্যরা, কোচ এবং ক্রীড়ামহল। এই প্রসঙ্গে দময়ন্তীর প্রশিক্ষক ও অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, দময়ন্তীকে পাওয়া গিয়েছে। সে সুস্থ আছে। তাঁর এই বার্তার পরই দময়ন্তীর নিরাপদে ফেরার খবর নিশ্চিত হয়।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খেলাধুলা ও পড়াশোনা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতের অমিলের জেরেই দময়ন্তী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে তদন্তকারীদের দাবি, এখনও পর্যন্ত কোনও অপরাধমূলক ঘটনার প্রমাণ মেলেনি। দময়ন্তী হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করেছিল এবং পরে আবার হাওড়ায় ফেরার চেষ্টা করছিল। সেই সময়ই তাকে উদ্ধার করা হয়। তাকে খুঁজে বের করার তদন্তে হাওড়া পুলিশের পাশাপাশি চন্দননগর পুলিশও যুক্ত হয়েছিল। শুক্রবারে সামাজিক মাধ্যমে দময়ন্তীকে চন্দননগরে দেখা গিয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অনুসন্ধান আরও জোরদার করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে এই উদ্ধার অভিযানে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে।

মধ্য হাওড়ার বাসিন্দা দময়ন্তী সম্প্রতি জাতীয় দলের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সেই লক্ষ্যেই কঠোর অনুশীলন করছিল সে। যদিও নিখোঁজ হওয়ার দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোলেও নিজের মোবাইল ফোন বাড়িতেই রেখে যায়। পরে হাওড়া স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে তাকে একা হাঁটতে দেখা যায়, যা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পর বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার চাপের পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের মানসিক অবস্থার দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারের সঙ্গে খোলামেলা যোগাযোগ থাকলে এমন পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই এড়ানো সম্ভব। তবে সব উদ্বেগের শেষে দময়ন্তীর সুস্থভাবে ফিরে আসাই এখন সেন পরিবারের কাছে সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর।

রাজ্যপালের নামে ভুয়ো ফোন, সাইবার থানায় অভিযোগ, তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপাল ও রাজভবনের আধিকারিকদের পরিচয় ভাঁড়িয়ে ফোন করার অভিযোগে সাইবার ক্রাইম সেলে অভিযোগ দায়ের করেছে লোকভবন (রাজভবন)। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলে মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে বলে শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। রাজভবনের দাবি, ৯৮৩৬৫৪০১৬৩ নম্বর থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং লোকভবনের আধিকারিকদের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, শীর্ষ সরকারি আধিকারিক এবং অন্যদের ফোন করছেন। ওই ব্যক্তি রাজ্যপালের নামে বিভিন্ন নির্দেশ ও বার্তা দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। এই ঘটনার জেরে রাজ্যপালের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের উপ-পুলিশ কমিশনার প্রদীপ কুমার যাদবের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগপত্রে ওই মোবাইল নম্বরের প্রকৃত ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করা, সমস্ত ইলেকট্রনিক প্রমাণ সংরক্ষণ করা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, তথ্যপ্রযুক্তি আইন-সহ প্রযোজ্য ধারায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে জুলাই। ২রা শ্রাবণ। রবি বার। পঞ্চমী তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলর মহাদশা ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(মা তারা সাধক শ্রী শ্রী বামাক্ষাপা র প্রয়াণ দিবস।
কবি দ্বীজেন্দ্র লাল রায়ের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

SURNAME CHANGE

I, Padmaja Rajiv Kothari, Wife of Sri Vatsal Jain, residing at 9, Ballygunge Circular Road, P.S. and P.O. Ballygunge, Kolkata-700019, have changed my name from Padmaja Rajiv Kothari to **Padmaja Jain** and henceforth I shall be known as **Padmaja Jain** in all purpose, as declared before the Notary Public, Kolkata on 18.07.2026. "**Padmaja Jain**" and "Padmaja Rajiv Kothari" both are same and identical person.

।। "আমমোক্তার নামা" বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী শৌভিক মান্না, পিতা মৃত প্রানকৃষ্ণ মান্না, সাং - বাহিরতফা, পোষ্ট - যদুরবেড়িয়া, থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৩১৬, নিবাসী হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইংরাজী ০৯.১০.২০১৫ তারিখে ০৫০৫০০১২৯/ ২০১৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা স্বগ্রাম নিবাসী মৃত প্রানকৃষ্ণ মান্না, পিতা- মৃত যতীন্দ্রনাথ ওরফে ফটিক চন্দ্র মান্না মহাশয়ের নিকট হইতে উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের অন্তর্গত জে. এল. নং- ৮৮, যদুরবেড়িয়া মৌজায় হাল বা এল. আর. ৭২১, ১১৫৫, ১৬৪, ৫৬১ ও ১৫৪৩ নং খতিয়ানে সাবেক বা আর. এস. ৩১০ নং দাগ হইতে হাল বা এল. আর. ৩৫৫ নং দাগে শালি ১ আনায় ২৬ শতক মধ্যে ৩.২৫ শতক ও ঐ এলাকায় ঐ মৌজায় হাল বা এল. আর ১০২২, ৯২৫, ১২৯৪, ১৩৩৬, ৭২১, ১১৫৫, ১৬৪, ৫৬১ ও ১৫৪৩ নং খতিয়ানে সাবেক বা আর. এস. ১২৬ নং দাগ হইতে হাল বা এল. আর. ১৪১ নং দাগে শালি ১ আনায় ১৮ শতক মধ্যে ২.২৫ শতক সম্পত্তি সহ আরও অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন দেখাশোনা, বিক্রয় ও অন্যান্য কাজকর্ম করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের অন্তর্গত জে. এল. নং – ৮৮, যদুরবেড়িয়া মৌজায় হাল বা এল. আর. ৭২১, ১১৫৫, ১৬৪, ৫৬১ ও ১৫৪৩ নং খতিয়ানে সাবেক বা আর. এস. ৩১০ নং দাগ হইতে হাল বা এল. আর. ৩৫৫ নং দাগে শালি ১ আনায় ২৬ শতক মধ্যে ৩.২৫ শতক সম্পত্তির মধ্যে ০৩ শতক সম্পত্তি সজল মন্ডল ও উজ্জ্বল মন্ডল কে উলুবেড়িয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইংরাজী ১৯.০৯.২০১৬ তারিখে ০৫০৫০৩৭৪১/২০১৬ নং দানপত্র দলিল মূলে দান করেন । তদপর উক্ত ০৩ শতক সম্পত্তির মধ্যে ১.৫০ শতক সম্পত্তি সজল মন্ডল মহাশয় বাহিরতফা গ্রাম নিবাসী উজ্জল মন্ডল, অভিজিৎ মন্ডল ও বাচ্চু মন্ডল দিগর মহাশয়কে উলুবেড়িয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইংরাজী ৩০.০৮.২০১৯ তারিখে ০৫০৫০৩৮৭৯/২০১৯ নং বিক্রয় সাফ কোবালা দলিল দ্বারা বিক্রয় করিয়া দেন। তদপর ঐ এলাকায় ঐ মৌজায় হাল বা এল. আর. ১০২২, ৯২৫, ১২৯৪, ১৩৩৬, ৭২১, ১১৫৫, ১৬৪, ৫৬১ ও ১৫৪৩ নং খতিয়ানে সাবেক বা আর. এস. ১২৬ নং দাগ হইতে হাল বা এল. আর. ১৪১ নং দাগে শালি ১ আনায় ১৮ শতক মধ্যে ২.২৫ শতক তন্মধ্যে ১.১২৫ শতক সম্পত্তি সজল মন্ডল, উজ্জ্বল মন্ডল, অভিজিৎ মন্ডল, বাচ্চু মন্ডল ও কমলা মন্ডল দিগরকে উলুবেড়িয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইংরাজী ০৫.০৫.২০১৭ তারিখে ০৫০৫০১৬২১/২০১৭ নং বিক্রয় সাফ কোবালা দলিল দ্বারা বিক্রয় করিয়া দেন। যেগুটি বর্তমানে উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে মিউটেশানের জন্য দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন । Prasad Kumar Dalui
Advocate,Uluberia Court. E.No. F/1747/2014

AFFIDAVIT

I, **BINA SHAW** W/O Anil Kumar Shaw residing at H/No.- 99, BL. No.- 12, Old Mulazore Road, P.O.- Kankinara, P.S.- Bhatpara, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743126, W.B. do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Barrackpore dated 16.07.2026 that my correct and actual name is BINA SHAW W/O Anil Kumar Shaw which is recorded in my Aadhaar and PAN Card but in my Voter Identity Card being no. FLG2170744, my name has been inadvertently recorded as MANJU KUMARI SHAW D/O Sova Shaw. BINA SHAW W/O Anil Kumar Shaw and MANJU KUMARI SHAW D/O Sova Shaw i.e. myself am the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

দলিল নং ৫৯৪৯/২৬ তাং ২৯.০৭.২০২৬, গ্রহীতা-তনুশ্রী রাহা, স্বামী-অভিজিৎ রাহা, সাং খিদিরপুর উত্তরপাড়া, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া। দাতা- (১) মীনা দাস, স্বামী- সুখেন দাস, সাং ও পোঃ পাটুলী, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৫১২, (২) রীনা সাধু, স্বামী-মৃত প্রবীর সাধু, সাং- হরেকনগর, পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৩, (৩) কৃষ্ণা দে, স্বামী-পান্নালাল দে, সাং+পো+থানা- নলহাটী, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৪১১৪৩ ও (৪) কল্যানী ধনী, স্বামী-লক্ষীকান্ত ধনী, সাং-মুন্সীপাড়া লেন, পোঃ ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ - পক্ষে ইংরাজী ২০২৫ সালে বেথুয়াডহরী রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪ নং বহির ৯০৬৪ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার বিষ্ণুপদ দে, পিতা- মৃত যামিনীরঞ্জন দে, সাং- কাঁঠালবেড়িয়া, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৬, মৌজা- ৪৮ নং খিদিরপুর, খতিয়ান নং- ৭৫৯৩, ৭৫৯৪, ৭৫৮৫ ও ৭৫৮৪, জমির পরিমাণ- ০৫ শতক। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক, এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে নাকাশীপাড়া B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল যশশ্বী স্রফ ক) মূল দান দলিল তারিখ ০৯.০৮.১৯৯৯, রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৮ এবং দলিল নং ০৩৩৭৩-২০০৩ সালের, রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স, কলকাতা সমীপে, খ) মূল দান দলিল তারিখ ২৮.০৫.২০১০ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২০, পৃষ্ঠা ২৭২৭ থেকে ২৭৪৮ এবং দলিল নং ০৪৫৭২- ২০১০ সালের অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর সমীপে এবং গ) মূল দান দলিল তারিখ ২২.০৬.২০১৯ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৯৩৫৭ থেকে ১২৯৩৯১ এবং দলিল নং ১৯০৩০৩১২৮-২০১৯ সালের, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স-৩, কলকাতা সমীপে সংশ্লিষ্ট সমুদয় প্রেমিসেস নং ৬৮/২, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০২৫ তাঁর হেফাজত থেকে আনুমানিক ১৯.০৬.২০২৬ তারিখে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি এক জেনারেল ডায়েরি কালীঘাট থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১৯৪০ তারিখ ২৭.০৬.২০২৬ দায়ের করেন। কোনও ব্যক্তি(বর্গ) সংশ্লিষ্ট মূল পেয়ে থাকলে বা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ থাকলে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রমোদ বাগারিয়া, *অ্যাডভোকেট*
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
(এম) ৯৮৩০০২৫৫১৮

তারিখ : ১৯.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

প:ব: সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং: ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি অম্লান মুখার্জী ওরফে মুখোপাধ্যায়, পিতা- মৃত লীলাময় মুখার্জী ওরফে মুখোপাধ্যায়, সাং ৩৪ আরএন ঠাকুর রোড পো:- কৃষ্ণনগর থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার ও ৯৪ নং গোবিন্দসড়ক মৌজার সম্পতি গত ইং ২১/১২/২০২১ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-127/2021 নং একখানি এবং ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার ও ৯৪ নং গোবিন্দসড়ক মৌজার সম্পতি গত ইং ৩/১১/২০১৫ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-144/2015 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূলে মালিক ১/ রত্না মুখার্জী ওরফে মুখোপাধ্যায় স্বামী মৃত লীলাময় মুখার্জী ওরফে মুখোপাধ্যায়, ২/ রাষ্ট্রী মুখার্জী স্বামী মৃত অশোক মুখার্জী ওরফে মুখোপাধ্যায়, ৩/রিচিক মুখার্জী পিতা মৃত অশোক মুখার্জী ওরফে মুখোপাধ্যায় সাং ৩৪ আর.এন.ঠাকুর রোড পো:- কৃষ্ণনগর থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া এবং ৪/ শ্যামলী মুখোপাধ্যায় স্বামী মৃত হিরন্ময় মুখোপাধ্যায়, ৫/ শুভময় মুখোপাধ্যায় পিতা মৃত হিরন্ময় মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী, পো:-কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়ার মহাশয়া গনের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে ১/ বীথিকা বিশ্বাস পিতা শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস সাং চাঁদসড়ক পো:-কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়ার ১৯/০৪/২০২৪ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৪০৫১/২০২৪ নং দলিলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর. এস. ১৭৩৪৭এল. আর ২১৮৯৯ দাগে এল, আর ৫৬১৫৫ নং খতিয়ান থেকে ১.০৫ শতক, ৫৬১৫৬ নং খতিয়ান থেকে ১.০৫ শতক ৫৬১৫৭নং খতিয়ান থেকে ০.৯০১ শতক, ৫৬১৫৯ নং খতিয়ান থেকে ০.২২৩ শতক, ৫৬১৬০ নং খতিয়ান থেকে ০.২২৩ শতক, ৫৬ ১৫৮-নং খতিয়ান থেকে ০.৬৭৮ শতক এবং ১৭/০৬/২০২৬ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৫৫৩৯/২০২৬ নং দলিলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর. এস. ১৭৩৪৭ এল. আর ২১৮৯৯ দাগে এল. আর ৫৬১৫৫ নং খতিয়ান থেকে ১.১০ শতক, ৫৬১৫৬ নং খতিয়ান থেকে ১.১০ শতক ৫৬১৫৭ নং খতিয়ান থেকে ০.৯২ শতক, ৫৬১৫৯ নং খতিয়ান থেকে ০.১৫ শতক, ৫৬১৬০ নং খতিয়ান থেকে ০.১৫৫ শতক, ৫৬১৫৮ নং খতিয়ান থেকে ০.৭০ শতক বিক্রয় করিয়াছি ২/ চিন্ময় দাস পিতা মৃত চিত্তরঞ্জন দাস ৩/ সুতপা দাস স্বামী চিন্ময় দাস উভয়ের সাং খোট্টাপাড়া লেন পো:-কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়ার ০৮/০৪/২০২৬ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৩২৬৩/২০২৬ নং দলিলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর. এস. ১৭৩৪৭ এল আর ২১৮৯৯ দাগে এল, আর ৫৬১৫৫ নং খতিয়ান থেকে ০.৮৮ শতক, ৫৬১৫৬ নং খতিয়ান থেকে ০.৮৮ শতক ৫৬১৫৭ নং খতিয়ান থেকে ০.৭৪ শতক, ৫৬১৫৯ নং খতিয়ান থেকে ০.১২ শতক, ৫৬১৬০ নং খতিয়ান থেকে ০.১২ শতক, ৫৬১৫৮ নং খতিয়ান থেকে ০.৫৬ শতক বিক্রয় করিয়াছি ।৪/ গৌতম কুড়ি পিতা গোবিন্দ নাথ কুড়ি, ৩/ অনিন্দিতা বিশ্বাস স্বামী গৌতম কুড়ি উভয়ের সাং শ্রমিক নগর কলোনী পো:-দুর্গাপুর থানা- কোকাভেন, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান ০৮/০৪/২০২৬ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৩২৬৪/২০২৬ নং দলিলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজারআর. এস. ১৭৩৪৭ এল, আর ২১৮৯৯ দাগে এল. আর ৫৬১৫৫ নং খতিয়ান থেকে ১.১০ শতক, ৫৬১৫৬ নং খতিয়ান থেকে ১.১০ শতক ৫৬১৫৭ নং খতিয়ান থেকে ০.৯২ শতক, ৫৬১৫৯ নং খতিয়ান থেকে ০.১৫ শতক, ৫৬১৬০ নং খতিয়ান থেকে ০.১৪৫ শতক, ৫৬১৫৮ নং খতিয়ান থেকে ০.৭১ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.Rকৃষ্ণনগর - ১ যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ জুলাই ২০২৬, ২ শ্রাবণ ১৪৩৩, রবিবার

১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ভারতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকেই বৈধ নাগরিক: জ্ঞানেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেই ভারতীয় নাগরিকত্ব কেউ হারাবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। এদিকে শুক্রবার একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মৌখিকভাবে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়। আর সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণের পরই দেশের আসল নাগরিক কারা, তা আরও একবার স্পষ্ট করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন-ই দেশের আসল নাগরিক নির্ধারণের একমাত্র আইনি ভিত্তি। সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই আইন অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ভারতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকেই এ দেশের বৈধ

নাগরিক।

এর পাশাপাশি ভোট আবহে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এটা করেছি। কারণ কাউকে না কাউকে তো এই দায়িত্বটা নিতেই হত।' আর এই কথা প্রসঙ্গে এও জানান, এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন ছিল, আর সেই কারণেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, সেটাও উল্লেখ করেন তিনি। এর পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট ভাষায় জানান, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী অনুযায়ী, ভারতে জন্মগ্রহণের সময়ের ওপর ভিত্তি করে নাগরিকত্বের প্রমাণকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত, ১ জুলাই ১৯৮৭ সালের আগে যাঁদের ভারতের মাটিতে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে বা বংশসূত্রে সরাসরি ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। সঙ্গে এও জানান, ১ জুলাই ১৯৮৭ থেকে ২ ডিসেম্বর ২০০৪-এই সময়কালের মধ্যে ভারতে জন্ম হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের জন্ম শংসাপত্রের পাশাপাশি তাঁর পিতা অথবা মাতার মধ্যে যেকোনো একজনের ভারতীয় নাগরিকত্বের বৈধ প্রমাণ দাখিল করতে হবে। তবে ২ ডিসেম্বর ২০০৪-এ বা তার পরবর্তী সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে নিয়ম আরও কঠোর। নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর নিজের নথির পাশাপাশি পিতা ও মাতা; উভয়কেই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তার উপযুক্ত প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

তৃণমূলের অ্যাকাউন্টের ১৬৪ কোটি টাকার লেনদেনের কোনও হিসেব নেই: ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টাকার গেরো যেন কোনওভাবেই কাটছে না। পুলিশের পর তদন্ত শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু টাকার কোনও তল পাচ্ছে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। ইডির তরফে দাবি করা হচ্ছে, বিপুল অঙ্কের লেনদেন হয়েছে, যার কোনও হিসেব নেই বলে অভিযোগ। এবার হিসেব পেতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। আর সেই চিঠিতে তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৬৪ কোটি টাকার লেনদেনের কোনও হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

আর এই ঘটনাকে ঘিরেই তৃণমূলের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ঘিরে তদন্ত আরও জোরদার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। পাশাপাশি ইডি সূত্রে এও জানানো হয়েছে, পুলিশের তদন্তের পাশাপাশি এবার অর্থপাচার ও আর্থিক অনিয়মের দিকটি খতিয়ে দেখতে নেমেছে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারীদের দাবি, বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেনের প্রাথমিক তথ্য মিললেও, সেই টাকার উৎস কী অথবা তা

কোথায় খরচ করা হয়েছে তার যথাযথ হিসেব এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলির কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে খবর, বিভিন্ন সময়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হলেও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নথি বা হিসেবপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। সেই কারণেই ব্যাংকের লেনদেন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট এবং প্রয়োজনীয় নথি খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি। সঙ্গে অর্থপাচার ও আর্থিক অনিয়মের দিকটি খতিয়ে দেখতে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। আর সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দ্রুত তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ঋতব্রত শিবিরের এক তৃণমূল বিধায়ক প্রথমে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রথমে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল। পরে তদন্তের পরিধি বাড়তেই আরও ১২টি অ্যাকাউন্টে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এরপর তদন্তে উঠে আসে, প্রথম দফায় ফ্রিজ করা তিনটি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা জমা রয়েছে। যদিও সেই অ্যাকাউন্টগুলি নিয়ে ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, আপাতত ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে তৃণমূল। তবে লেনদেনের উপর নজরদারি চালানোর জন্য আদালত একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। তাঁর তত্ত্বাবধানেই ওই অ্যাকাউন্টগুলির আর্থিক লেনদেন হবে।

এদিকে ইডির তদন্তকারীদের সন্দেহ, কয়েকটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের বেআইনি অর্থের লেনদেন হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ইডির অনুমান, কাটমানির টাকা-সহ আরও বিভিন্ন উৎস থেকে আসা অর্থের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই শুধু তিনটি নয়, অন্যান্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টও এখন ইডির নজরে রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় নথি হাতে এলেই অর্থের উৎস, লেনদেনের প্রকৃতি এবং সেই অর্থ কোথায় ব্যবহার হয়েছে, তার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যাংক আধিকারিকদেরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে। ফলে এই মুহূর্তে এই মামলায় পুলিশের পাশাপাশি ইডির সক্রিয় তদন্ত শুরু হওয়ায় বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন করে এক জল্পনার। কারণ, আদালতের নির্দেশের ওপরেই নির্ভর করছে তদন্তের ভবিষ্যত।

বাপ্পাদিত্যর বিরুদ্ধে হামলায় মদত দেওয়ার অভিযোগ তুললেন এক মহিলা আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল এক মহিলা আইনজীবীর উপর হামলায় মদত দেওয়ার। পাটুলি থানায় ওই আইনজীবী পাটুলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। দাবি, তাঁর উপর ছুরি দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। বাপ্পাদিত্যের মামলা থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। প্রাক্তন কাউন্সিলরের লোকজনই এই কাজ করেছেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন মহিলা।

তোলাবাজি, ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগে বাপ্পাদিত্যকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পাটুলি থানার পুলিশ। অভিযোগকারী আদালতে ওই সংক্রান্ত মামলার আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সেখান থেকেই তাঁকে সরে যেতে বলা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশকে তিনি জানান, গত কয়েক দিন ধরে পেশার কারণে তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কারণ, তিনি বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত এবং জনৈক সৌরভ ঘোষের মামলার সঙ্গে যুক্ত। বিষয়টি ইতিমধ্যে তিনি পাটুলির ওসি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ পুলিশের শীর্ষকর্তাদের লিখিতভাবে জানিয়েছেন। অভিযোগ, এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতেই রাতে তিনি পাটুলি থানায় যাচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েক জন দুষ্কৃতী তাঁর উপর চড়াও হয়। তাঁকে ছুরি দিয়ে একাধিক আঘাতও করা হয়। তাতে হাতের বেশ কয়েকটি জায়গা কেটে গিয়েছে। উল্লেখ্য, বাপ্পাদিত্যের পাশাপাশি যে সৌরভের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তিনি পাটুলিতে বাপ্পাদিত্যের ওয়ার্ডেরই তৃণমূলের যুব সভাপতি। তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই মহিলার পিছু নিয়েছিলেন কয়েকজন। প্রথমে বিষয়টিকে পাত্তা না দিলেও পরে আশঙ্কাই সত্যি হয়। রাত ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ তিনি গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন সামনে চলে আসেন। এলোপাথাড়ি ছুরি চালান। পালানোর সময় হুমকি দিয়ে বলেন, 'এটা ট্রায়াল দিলাম।

বাপ্পাদিত্য আর সৌরভের সব কেস থেকে সরে যা না হলে পরের বার পুরো ঢুকিয়ে দেব।' দুষ্কৃতীরা বাপ্পাদিত্য এবং সৌরভের নাম করায় ওই আইনজীবীর মনে হয়েছে, তারা তাঁদেরই অনুগামী। অবিলম্বে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন বাপ্পাদিত্য। আগে বিজেপি করতেন। ২০১০ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৫ সালে প্রথমবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এলাকায় তাঁর এবং সৌরভের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগও উঠেছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। সৌরভকে গ্রেপ্তারের পরের দিনই বাপ্পাদিত্যকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। আপাতত দু'জনেই আছেন পুলিশি হেপাজতে। তার মধ্যেই আইনজীবীকে ভয় দেখানো এবং ছুরি দিয়ে হামলা চালানোর নতুন অভিযোগ উঠল তাঁদের বিরুদ্ধে। তবে আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি।

স্পঞ্জ আয়রন-ফেরো অ্যালয় শিল্পে বড় মজুরি চুক্তিতে উপকৃত হবেন দেড় লক্ষ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের স্পঞ্জ আয়রন, ফেরো অ্যালয়, ইন্ডাকশন ফার্নেস এবং রোলিং মিল শিল্পের শ্রমিকদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। শনিবার এই চারটি শিল্পকে নিয়ে একটি শিল্পব্যাপী মজুরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পে কর্মরত প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিকের মাসিক বেতন গড়ে প্রায় ২ হাজার টাকা বাড়বে বলেই জানা যাচ্ছে। শনিবার এই চুক্তি স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। এছাড়াও শ্রম দপ্তরের সচিব রচনা ভগত, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার কিংশুক সিনহা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, শিল্পপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সরকারি সূত্রের দাবি, এই প্রথম শিল্পব্যাপী চুক্তিতে শুধু মজুরি বৃদ্ধিই নয়, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার একাধিক বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই চুক্তিতে ইপিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটি, কারখানা আইন মেনে চলা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ম কার্যকর করার বিষয়ও রাখা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি সমন্বয় করে এই বিধানগুলি বাস্তবায়ন করবে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে, প্রায় ১.৫ লক্ষ শ্রমিক এই চুক্তির মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবেন। পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য উন্নত সামাজিক সুরক্ষা এবং আইন মেনে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে 'কোড অন ওয়েজেস'-এর আওতায় ফ্লোর ওয়েজ কার্যকর হলে সেই অনুযায়ী মজুরি পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থাও এই চুক্তিতে রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের মতে, এর ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং শিল্পে সুস্থ শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক বজায় রাখতে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির জন্য এমপি বিড়লা তারামণ্ডল সামনের রাস্তা পরিদর্শন করলেন। ছবি: অদিতি সাহা

কামারহাটি থেকে গ্রেপ্তার রাজারহাট বিস্ফোরণ-কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তের পরিধি ক্রমাগত বাড়ছে। শুক্রবার রাতের এই বিস্ফোরণের ঘটনায় শনিবার মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ শামিম। কামারহাটি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শামিমকে। পুলিশ সূত্রের খবর, আগেই একাধিক অপরাধে নাম জড়িয়েছিল শামিমের। এই ঘটনায় নাবালক-সহ ৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বাড়ির মালিকে জুলফিকার আনসারিকেও। ব্রোকার শাহনশাহকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ব্রোকার শাহনশাহরে মাধ্যমে দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারি বাগানের বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন শামিম। শুক্রবার রাতে একটি পাটের ব্যাগের মধ্যে বোমা ভরে পাঠানো হয় বাড়িটিতে। এক নাবালকের মাধ্যমে সেই ব্যাগ যায় বাড়িটিতে। তারপরই বিস্ফোরণ। বাড়িটিতে তল্লাশি আরও দু'টি বোমা মিলেছিল। সেটি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এই শামিম কেন বোমা মজুত করছিলেন বাড়িটিতে? নাবালকের হাতে কেন বোমাটি পাঠানো হল? কোনও বড় নাশকতার ছক ছিল কিনা, উঠছে সেই প্রশ্ন। আটক ও ধৃতদের পাশাপাশি বসিয়ে জেরা করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

ঘটনার পর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। খতিয়ে দেখেন সব কিছু। প্রত্যক্ষদর্শী, অন্য ভাড়াটিয়া, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। মামলার তদন্ত করছে রাজ্য পুলিশ। সঙ্গে রয়েছে বম্ব স্কোয়াডও।

শুক্রবার রাতে যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে, তা ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে কোনও ধরনের তথ্যপ্রমাণ নষ্ট না হয়। এদিকে সেখানে তল্লাশি চালিয়ে আরও কিছু বিস্ফোরকও উদ্ধার হয়েছে। নিছক দুর্ঘটনার কারণে এই বিস্ফোরণ, নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, সেই বিষয়টি এখন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। যদিও এদিনের কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি, তবে বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ির ভেতরে থাকা কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ডিসি (নিউটাউন) জ্যোতির্ময় রায় এই প্রসঙ্গে জানান, 'যে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে। আপাতত সিআইডি তদন্ত করে দেখছে।' এদিকে স্থানীয়রা এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে জানান, বিস্ফোরণের জেরে দু'টি ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। উড়ে গিয়েছে জানলা, পাখা। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ। ফলে বিস্ফোরণের তীব্রতা বেশি হলে, গোটা এলাকাতেই ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত। একইসঙ্গে অনেকে এ অভিযোগও করেছেন যে, বাড়িটিতে নিয়ম মেনে ভাড়া দেওয়া হয়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, এই সমস্ত বিষয়টিই তদন্ত করে দেখা হবে। ঘটনাস্থলে যান এলাকার বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়াও। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে এভাবেই গোটা এলাকা সন্ত্রাসবাদীরে আখড়া হয়ে উঠেছে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারিবাগান এলাকায় এই বাড়িতে শুক্রবার রাতে বিকট শব্দ হয়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, সুতলি বোমা ফেটে থাকতে পারে। বাড়িতে বোমা মজুত করা হচ্ছিল কি না, তা ঘিরেও সন্দেহ বাড়ছে। একইসঙ্গে এও খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ওই বাড়িতে কোনও রকম বিস্ফোরক মজুত করা ছিল কি না, কারা ওই বাড়িতে ছিলেন, সেই সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজও। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে ওই বাড়ির এক বাসিন্দা সাহিদা বেগমের দাবি, ঘটনার দিন দুই নাবালককে দিয়ে একটি ব্যাগ ওই ঘরে পাঠানো হয়। ব্যাগটি ঘরের ভিতরে রেখে বাইরে বেরিয়ে এসে তারা মোবাইলে গেম খেলছিল। কিছুক্ষণ পরেই আচমকা বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয়দের ধারণা, ব্যাগের ভিতরে কী ছিল, সে সম্পর্কে ওই নাবালকেরাও হয়তো কিছুই জানত না। তাদের অজান্তেই বিপজ্জনক সামগ্রী বহন করানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একইসঙ্গে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, যদি কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটত, তার দায় কে নিত।

ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়কের পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষকে এলাকায় ঘোরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসা, তোলাবাজি, লটারির টিকিট প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল তীর্থঙ্কর ঘোষ। গত ১৩ জুলাই খড়দা থানার পুলিশ দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ ওরফে পুচিকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার বেলায় কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে পুলিশ ধৃত তৃণমূল নেতাকে পানিহাটির অমরাবতী এলাকায় ঘোরাল। ধৃত তৃণমূল নেতাকে দেখেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা চোর চোর স্লোগান তোলেন। বিজেপি নেতা জয় সাহার অভিযোগ, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর গোটা পানিহাটি জুড়ে তাণ্ডব চালানো হয়েছিল। এঁদের অত্যাচারে বহু কর্মী ঘরছাড়া ছিলেন। মুচলেকা দিয়ে দলীয় কর্মীদের ফিরতে হয়েছিল। জয়ের আরও অভিযোগ, তাঁর বাড়িতে বোমাবাজি করে ভাঙচুর চালানো হয়েছিল। জয়ের দাবি, তীর্থঙ্কর ঘোষ ধরা পড়েছে। এবার তাঁর পিতা নির্মল ঘোষও জেলে যাবে।

মঙ্গল থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণে, উত্তরে জারি লাল সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আষাঢ় ছাড়িয়ে শ্রাবণে পা দিল বর্ষা। শনিবার সকাল থেকেই কলকাতার আকাশ ছিল মেঘলাও। থেকে থেকে কোথাও কোথাও হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও। কখনও রোদ উঠলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি আবার বাড়তে পারে। পাশাপাশি প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। তবে শহরে আগামী সোমবার পর্যন্ত আবহাওয়ার কোনও সতর্কতা নেই। এরপর মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে কলকাতায়। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আর আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিস এও জানিয়েছে, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে যে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলটি ছিল, তা শুক্রবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার উপর নিম্নচাপ অঞ্চল হিসাবে অবস্থান করছে। এর সঙ্গে সমুদ্রতল থেকে ৫.৮ কিলোমিটার উচ্চতায় রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তা কিছুটা শক্তি হারাবে। বর্ষাকালীন অক্ষরেখা পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। ফলে উত্তরবঙ্গে সপ্তাহান্তে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। এদিকে আবার নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে সমুদ্রের উপর ঝোড়ো হাওয়া বইছে। তার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার। দমকা হাওয়ার বেগ কখনও কখনও পৌঁছে যাচ্ছে ৫৫ কিলোমিটারেও। শনিবার পর্যন্ত তাই পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে মৎস্যজীবীদের না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৮ ডিগ্রি কম। উল্টোদিকে উত্তরবঙ্গেও প্রবল বর্ষণের জন্য জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অত্যধিক বৃষ্টি হতে পারে রবিবারে। এমনকী, বৃষ্টির পরিমাণ ছাপিয়ে যেতে পারে ২০ সেন্টিমিটারের গন্ডিও। এছাড়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার-সহ উত্তরের পাহাড় ঘেঁষা সব জেলাতেই সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের (৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমতে পারে উত্তরবঙ্গে। যদিও জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙে বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গারুলিয়ার সাউথ জুটমিলের ব্যাগ ইউনিটে শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গারুলিয়ার সাউথ জুটমিলের ব্যাগ ইউনিটে শনিবার বেলায় বিক্ষোভ দেখালো শ্রমিকরা। সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরি ৪০৬ টাকা প্রদানের দাবিতে তারা মিলের গেটে পোস্টারও সাঁটিয়েছে। স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে এখানে ১৫০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। এদিন শ্রমিক বিক্ষোভে অংশ নিয়ে স্থানীয় যুবক বিক্কি চৌধুরী জানান, এখানে খুব কম মজুরিতে শ্রমিকদের কাজ করানো হয়। এলাকার বেকার যুবকদের কাজে না নিয়ে বাইরের লোক এনে কাজ করানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরি ৪০৬ টাকা শ্রমিকদের দিতে হবে। তাছাড়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং ইএসআই সুবিধা শ্রমিকদের দিতে হবে। অপরদিকে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং বলেন, বিগত সরকারের আমলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হত না। তৃণমূল নেতারা মিল মালিকদের ম্যানেজ করে টাকা রোজগার করতেন। কিন্তু ডবল ইঞ্জিন সরকার শ্রমিকদের কথা ভাবে। কুন্দনের অভিযোগ, এই মিলে ২৫০ টাকা মজুরিতে কাজ করানো হচ্ছে। অথচ সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরি ৪০৬ টাকা। কুন্দন জানান, তিনি বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংকে জানিয়েছেন। তাঁর আশা, শ্রম মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নিঃসন্দেহে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাবেন।

সম্পাদকীয়

বিশ্বকাপের মঞ্চে এই উদাহরণ না তৈরি হলেই ভালো হত

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ আর এক বিশ্বকাপজয়ী স্পেন। ফাইনালে কারা ফেভারিট, তাই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে ফুটবল বিশ্ব জুড়ে। এরই মধ্যে নিজেদের এক কাজের জেরেই বড় বিপদে পড়ে গিয়েছে তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা। ফাইনালের আগে ফিফার বড়সড় শাস্তির মুখেও পড়তে পারে মেসির দল। অভিযোগ, ফিফার গাইডলাইন ভেঙেছে আর্জেন্টাইন শিবির। তাই শাস্তির মুখে পড়তে চলেছে তারা। তবে বিশ্বকাপ ফাইনাল যখন দোরগোড়ায় তখন কি করবে ফিফা, সেটাই প্রশ্ন। গাইডলাইন অনুসারে মেসিদের নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ফিফাকে। ঘটনার শুরু সেমিফাইনাল ম্যাচে। ম্যাচ চলাকালীন আর্জেন্টাইন ফুটবলার সেলসোর হাতে একটি ব্যানার দেখা যায়। তাতে লেখা ছিল, 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্টিনাস।' স্প্যানিশ ভাষায় লেখা এর অর্থ, 'মালভিনাস আমাদেরই।' ফকল্যান্ড দ্বীপ এই নামেই পরিচিত আর্জেন্টিনার বাসিন্দাদের কাছে। খেলা শেষে ওটামেন্ডি ও সেলসো সেই ব্যানার তুলে ধরেন। আর্জেন্টিনার বাকি ফুটবলাররাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। গ্যালারিতে থাকা আর্জেন্টিনার সমর্থকদের হাতেও ছিল ওই ব্যানার। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সেই ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতি আরও এক বার উস্কে দেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার ও সমর্থকেরা। আর এটা করতে গিয়েই ফিফার গাইড লাইন ভাঙেন তারা, এমনই অভিযোগ উঠছে। ফিফার রুল বলছে, ফুটবল মাঠে রাজনৈতিক স্লোগান, পতাকা বা প্রতীক দেখানোর ক্ষেত্রে কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে। মাঠে কোনও রকমের রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্লোগান, ব্যানার বা ছবি দেখানো যায় না। এমনকি, অন্তর্বাসেও কোনও রকমের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্লোগান ব্যবহার করতে পারেন না ফুটবলাররা। এই পরিস্থিতিতে স্পষ্ট ফিফার নিয়ম ভেঙেছে আর্জেন্টিনা। এখন দেখার ফিফা কতটা কড়া হতে পারে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। তবে ফকল্যান্ড নিয়ে আর্জেন্টাইনদের আবেগকে সম্মান জানিয়েই বলা যায়, ফুটবল মাঠে এই উদাহরণটা তৈরি না হলেই বোধহয় ভালো হত।

শব্দছক ২২০

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অ-কৃত্রিম ২. শ্রমিক ৪. বন্ধনপাশে আবদ্ধ ৬. তোষামুদে অনুগামী ৮. দিদির কন্যা ১০. দময়ন্তীর দোসর ১১. মনে ধারণ ১২. কমনীয় ১৪. কুঁড়ি ১৬. ময়লা-দুষ্ট ১৭. কুণ্ঠা-বিহীন ১৯. জানা ২০. দেবতা কার্তিক ২১. বাধাহীন লাফ

ওপর-নিচ: ১. ফয়সলা ২. সঙ্গীতে ব্যবহৃত ছোট খঞ্জুনি ৩. কথায় তারবিহীন যোগাযোগ মাধ্যম ৪. হত্যা ৫. রাজার মহীয়সী ৭. এক গুরুগমম্ভীর রাগিনী ৯. সমগ্র জনতার ধ্বনি ১৩. মনোহরণ ১৫. বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় আপাত উত্তাপ ১৬. প্রতিনিধি ১৭. অচেতন ১৯. নৌকাতে বাহত মালপত্রের ওপর শুল্ক

সমাধান ২১৯ — পাশাপাশি: ১. নিয়তি ৩. আবাস ৫. মিছিল ৬. খাপ ৮. সমর ১০. সেবা ১২. পরমানন্দ ১৪. চিরাচরিত ১৬. রশো ১৭. হনন ১৯. কম ২১. ধবল ২২. ঘাতক ২৩. কামনা

ওপর-নিচ: ১. নিরস ২. তিমির ৩. আলসেরত ৪. সখা ৭. পছন্দ ৯. মদিরা ১১. বামা ১২. পরিশোধক ১৩. নন্দন ১৪. চিবুক ১৫. চর ১৭. হলকা ১৮. নয়না ২০. মঘা

আজকের দিন

- **১৯৬২** — মেরিলিন মনরো জন এফ. কেনেডির উদ্দেশ্যে 'হ্যাপি বার্থডে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট' গানটি গেয়েছিলেন।
- **১৯৯১** — ভারতজুড়ে দশম সাধারণ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল।
- **২০১৮** — প্রিন্স হ্যারি উইন্ডসর মেগান মার্কেলকে বিয়ে করেন।

জন্মদিন

১৮৯৯ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রজার বিনির জন্মদিন।*

১৯৬১ *ক্রীড়া সাংবাদিক ও ভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের জন্মদিন।*

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে চাই সুচেতনা, রূপায়ণে জরুরি সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক ঐকমত্যও

শান্তনু রায়

অবশেষে এক দেশ এক বিধান ও এক নিশানের দাবিদার শ্যামাপ্রসাদের রাজ্যেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে এক ধাপ এগোল স্বাধীনতার পর প্রথমবার রাজ্যে বিপুল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকার- খসড়া বিলটি পরীক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাননীয়রঞ্জনা দেশাইএর নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তে রাজ্য মন্ত্রিসভার সিলমোহর পড়ার পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে তা ঘোষণার মাধ্যমে ।এব্যাপারে দলীয় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আশু পূরণের ঘোষণায় শুধু শাসকদলের সমর্থকবৃন্দ নয় সাধারণভাবে রাজ্যবাসীর এক বড় অংশও(ধর্মনির্বিশেষে) উজ্জীবিত ও খুশি। বস্তুত কেন্দ্রীয়ভাবে এব্যাপারে ইদানীং কোন পদক্ষেপ না গ্রহণ করলেও রাজ্যবিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে একাধিক সভায় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দলের সঙ্কল্পপত্র উল্লেখে এ রাজ্যেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর আত্মবিশ্বাসী ঘোষণাসমর্থন পেয়েছে ভোটেবাক্সেও ।এভাবে বিজেপি শাসিত গুজরাত উত্তরাখণ্ড ও অসমের পর পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর মাধ্যমে দেশের বাকী অংশের কাছেও এক বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে।শোনা যাচ্ছে বিজেপি শাসিত অপর দুই রাজ্য ছত্রিশগড় ও মধ্যপ্রদেশেও এ বিধি কার্যকরী করার প্রস্তুতি চলছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হলো সারা দেশে সমস্ত ধরমের নাগরিকদের জন্য বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার এবং দত্তক গ্রহণের মতো ব্যক্তিগত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে একটিমাত্র অভিন্ন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব।

এ বড় বিস্ময়ের যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর দাবি ও কর্মসূচী বর্তমানে,যে কারণেই হোক মুখ্যত বিজেপির। সে দাবি অন্য দলগুলির কেন নয় সেও বড় আপাতরহস্যের পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে সকল নাগরিকের জন্য একই দেওয়ানি আইনবিধি থাকবে না কেন, কেন ধর্মীয় বিভাজনে গোষ্ঠী বিশেষ আলাদা আলাদা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এই মুলগত প্রশ্ন নির্বাচনেঅংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে বিদ্ধ করে না এ বড় বিস্ময়ের।

প্রসঙ্গতদেশের সংবিধান প্রণয়নকারী গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ বি আর আম্বেদকার ধর্মীয় নিগড়ে আবদ্ধ স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজের সংস্কারের স্বপ্নই ব্যক্ত করে বলেছিলেন - We are having this liberty in order to reform our social system –which is so full of inequities– discrimination and other things– which conflict with our fundamental rights.

তবে সংবিধান প্রণেতারা সেসময় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করেননি । আম্বেদকার,পণ্ডিত নেহরু কে এম মুনশি প্রমুখ এবং মুসলিম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনাঅন্তে-যে আলোচনার অভিমুখ ও মুল নির্যাস ছিল আইনকে ধর্মের নিগড় থেকে বিযুক্তিকরণ,সংবিধানসভা অভিন্ন দেওয়ানী বিধি বিষয়টি সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে (অনুচ্ছেদ ৪৪) এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলভাবী সংসদের উপর।

বিভিন্ন ধর্মের নিজস্ব ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে সকল নাগরিকের জন্য সমগ্র দেশে একই আইন অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন এবং একই দেওয়ানি কাঠামো গড়ে তোলাই প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য।

একথাও ঠিক যে আশির দশক থেকে কিছু সাহসী মুসলিমনারীদের লড়াইয়ের ফলেই মুসলিম মেয়েদের অবস্থার কতটা বদল ঘটেছে। এঁদের সকলের নিরলস প্রয়াস অবশ্যই কুর্নিশযোগ্য। এদের মধ্যে প্রয়াত মুসলিম সমাজ সংস্কারক হামিদ দালোয়াই-পত্নী ও সহযোদ্ধা মেহরুন্নেসা যেমন আছেন তেমনই এক অনমনীয় নির্ভীক নাম ইন্দোরের শাহ বানু ১৯৮৫তে যাঁর খোরপোষ মামলার সূত্রেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওয়াই বি চন্দ্রচূড়এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছিলেন মুসলিমনারীদের পক্ষে।অনেকের মতেই সেই রায়ে ধর্মের উপরে স্থান পেয়েছিল ন্যায়বিচার এবং সমানাধিকারের বাণী।উল্লেখ্য সেই মামলায় শাহবানুর বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীকে মদত দিয়েছিল অল ইণ্ডিয়া মুসলিম ল' বোর্ড। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খানও শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে সংসদে এক প্রশংসনীয় ভাষণ দিলেও দূর্ভাগ্যজনকভ্বে,পরবর্তীতে মুসলিম ল' বোর্ড,যেটি অনেকেরই অনুমান সমাজসংস্কারক হামিদ দালোয়াইএর সমাজসংস্কারের কর্মকাণ্ডকেপ্রতিহত করতেই ১৯৭৩ সালে তৈরি হয়,তার বিরোধিতায় ও কিছু দলীয় সতীর্থদের পরামর্শে নির্বাচনী রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে শীর্ষ আদালতের সেই রায়কে বানচাল করতে তৎকালীন তরুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৬তে আনলেন মুসলিম মহিলা আইন। এই পশ্চাৎগামী পদক্ষেপ স্তম্ভিত করল দেশকে,হতাশ আহত করল মুসলিম নারীদের ভাবাবেগকে- কঠিন করেদিল তাঁদের অভিযাত্রাকে।

তবে মুসলিম নারীর অধিকার সংক্রান্ত চার দশক আগের সেই মামলার যুগান্তকারী রায়ের পর থেকেই শীর্ষ আদালতও একাধিক মামলার রায়ে অভিন্ন দেওয়ানিবিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর বারংবার জোর দিয়ে আসছে।

এর পরেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের বিষয়ে মতামত আহ্বান করে ২০২৩ এ আইনকমিশনের বিজ্ঞপির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আবারআলোচনায় এসেছিল তর্ক-বিতর্কও চলেছিল এবং দেশেরতৎকালীন প্রাক-নির্বাচনী আবহে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছিল -বিশেষত বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে।পাছে শাসকদলের কোন রাজনৈতিক সুবিধা হয়ে যায় হয়তএই আশংকায়, বিজেপি-বিরোধীরা এবং তাদের সমর্থক অনেক কলমচিরা তখন ব্যাখ্যান দিয়েছিলেন বিজেপির 'হিন্দুত্ববাদী এ্যাজেণ্ডা'সফল করতে নাকি আইন কমিশনের এমন পদক্ষেপে নাকি ধর্মীয় 'বিভেদ' সৃষ্টি হবে!স্বাধীনতার প্রায় আট দশকের উপান্তে এ নিয়ে সরকারিস্তরে সেই প্রাথমিক উদ্যোগেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আপত্তি ওজরে চাপা পড়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি-সংবিধান সভা এ ব্যাপারে ভাবী সংসদের উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল তা পালনের কি সদিচ্ছা কদাচ প্রদর্শিত হয়েছে এ দীর্ঘকালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন সরকারের আমলে? যাঁরা সে সময় অভিন্ন দেওয়ানীবিধি হওয়া যথার্থ ও বাঞ্ছনীয় 'স্বীকার' করেও রূপায়নের উপযুক্ত সময়ের যুক্তি তুলেছিলেন তাঁরাই বা কি করেছেন এতদিন? কোন সামাজিক সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়-এ ভাবনার প্রেক্ষিতে তাগিদটা আরও জোরালোভ্বে সংশ্লিষ্ট সমাজের ভিতর থেকেই আসা উচিত ছিল না কি? সময়ের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে সংশ্লিষ্ট সমাজের অভ্যন্তরের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত পরিসর থেকেই জোরাল দাবি উঠবে-সমানাধিকারের স্বার্থে এক অভিন্নবিধির প্রণয়নের, অন্তত ১৯৫৬ য় হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরে-একি প্রত্যাশিত ছিল না-এখনও কি সেই 'সময়' আসেনি! বাস্তবে কিন্তু বিপরীতমুখীপ্রবণতা লক্ষ্য করা গেল-ধর্মের অজুহাতে পশ্চাৎমুখীনতা ও কুসংস্কার প্রবণতাকেই হাওয়া দেওয়া হতে লাগল মৌরসীপাট্টা বজায় রাখতে।

প্রসঙ্গত স্বীকার্য বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নতুন সূর্যোদয়ের পথে অনেক আগে থেকেই হেঁটেছিলেন আধুনিকমনস্ক ও সমাজসংস্কারক হামিদ দালোয়াই (১৯৩২-১৯৭৭) এর মত গুটিকয় মানুষ অন্তত কিছুপথ ,নিজের সমাজের থেকেই বাধায় দু'হাতে সমস্ত প্রতিকূলতা সরাতে না পারলেও।মুসলিম সমাজ সংস্কারে পুরোপুরি নিজেকে উৎসর্গ করা দলোয়াইএর উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের ১৮ই এপ্রিলে তিন তালাক ও বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা রদ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি দাবিতে সাতজন মুসলিম মহিলার বোম্বাই(অধুনা মুম্বাই) নগরীতে মন্ত্রনালয়ের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক পদযাত্রা যা মুসলিম নারীর অধিকারঅর্জনের লড়াইয়েও এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল।

প্রকৃত পক্ষে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের প্রয়জনীয়তা দলীয় রাজনৈতিক তরজার বিষয় হওয়া উচিত নয় - বিষয়টি বিচারে সময়ের দাবিতে জীবন বীক্ষার অভিমুখটির সঠিক উপলব্ধি ও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে সুষ্ঠ সাহসী স্বচ্ছ ও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তবুও হয়তো বিজেপি এই অভিন্নবিধি প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছে বলেই বিবিধ প্রশ্ন আসছে ও আসবে। এখন প্রশ্ন উঠছে সংবিধানের ধারা ৪৪ এ তো বলা হয়েছে- the State shall endeavour to secure a Uniform Civil Code for for the citizens throughout the territory of India তাহলে এক একটি রাজ্য কিভাবে পৃথক পৃথক এই বিধি প্রনয়ণ ও লাগু করতে পারে? এবং এভাবে বিধি প্রনয়ণে সাংবিধানিক বৈধতাই বা কি ? এবং সেক্ষেত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়েছে এমন রাজ্যের কোন অধিবাসী যদি এই বিধি বলবৎ নেই এমন কোন রাজ্যের কোন অধিবাসীর বিরুদ্ধে বৈবাহিক সম্পর্কিত কোন বিবাদে প্রতিকার প্রার্থনায় মামলা করলে আইনি জটিলতার সৃষ্টি হবে নাতো? উত্তরে বলা যায় প্রথমত দেওয়ানি পদ্ধতি, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, চুক্তি, সম্পত্তির মালিকানা এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দেওয়ানি আইন যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকার রাজ্যগুলিরও আছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যদি কোন কেন্দ্রীয় আইন থেকে থাকে তবে কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্যের আইনের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে কেন্দ্রীয় আইনই কার্যকরী হবে।সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা সমাধানেও দেওয়ানি কার্যবিধি অনুযায়ী যথোচিত পদক্ষেপ (মামলার স্থানান্তকরন প্রভৃতি) গ্রহণ করা যেতে পারে।তবে সব বিষয়গুলিই নিশ্চয়ই খসড়া বিলটি পরীক্ষার জন্য রাজ্য সরকার গঠিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির পর্যালোচনা ও বিচারের আওতায় থাকবে।

প্রসঙ্গত ২০২৫ এর জানুয়ারিতে প্রথম উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন ও লাঘু হলে তা উত্তরাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় বিভিন্ন ইস্যুতে।কিন্তু বিধিটির সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে আদালত কোন বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেননি।

কেউ কেউ আবার সেই ১৯৫১ সালের মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার বনাম নারাসু আপ্পা মালি মামলায় বোম্বাই উচ্চন্যায়ালয়ের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এম সি চাগলা ও মাননীয় বিচারপতি গজেন্দ্র গড়করের বেঞ্চের রায়ের পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে আশঙ্কা করছেন যে এ রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরী করতে গেলেও হয়ত বাধা আসতে পারে আইনি পরিসরেও ।হ্যাঁ একথা অনুমেয় যে প্রস্তাবিত দেওয়ানি বিধি কেন্দ্রীয় ভাবে বা রাজ্যস্তরেও কার্যকরী করতে গেলে বাধা শুধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক মহল থেকে আসবে এমন নয়, পশ্চাৎমুখী কায়েমি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বাগড়া দিয়ে বিভিন্নভাবেবিলম্বঘটিয়ে ইস্যুটির ফয়সলা অন্তত ২০২৯ এর লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত অমীমাংসিত রাখতে - স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটিকে আদালতের আঙ্গিনায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে । কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রথমত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে পাঁচের দশকের একেবারে গোড়ার সেই রায়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ বিতর্কাতীত ছিল না সমকালেও,তবে সেই রায়েও কিন্তু Prevention of Hindu Bigamous Marriages Act 1946 আইনটি সাংবিধানিকভাবে বৈধ বলেই স্বীকৃতি পেয়েছিল যদিও রায়ে একটি পর্যবেক্ষণ ছিল- Personal laws are not laws under Art.13 and hence cannot be challenged as being in violation of the fundamental rights.

দ্বিতীয়ত পরবর্তীতে দীর্ঘ আট দশকে শীর্ষ আদালতই একাধিক মামলায় নারাসু আপ্পা মালি মামলার সেই রায় পর্যালোচনায় সমালোচনা করে বলেছেন যে প্রথা ও ব্যক্তিগত আইনগুলি মৌলিক অধিকারের উর্ধে নয়। এব্যাপারে জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হলো ২০১৭ য় শায়রা বানো বনাম ভারত সরকার (এ আই আর ২০১৭ এস সি) মামলায় তিন তালাক রদকারী রায়। অধিকন্তু শীর্ষ আদালতের ১৯৮৫ তে আহমদ খান বনাম শাহবানু (এ আই আর ১৯৮৫), ১৯৯৫ এ সরলা মুদ্গল বনাম ভারত সরকার(এ আই আর ১৯৯৫ এস সি)প্রভৃতি মামলার যুগান্তকারী রায়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টি যে অবস্থানে পৌঁছেছে তাতে ১৯৫১ র রায়ের পর্যবেক্ষণ কার্যত অচল হয়ে গেছে।এখন আর সেই অবস্থান থেকে পেছনে তাকানো বা পেছন ফেরা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় উচিতও নয়। বরং ২০১৭য় সুপ্রিম কোর্ট যে রায়ে তিন তালাক বা তালাক-ই-বিদ্দত অসাংবিধানিক ঘোষণা করে ১৯৩৭ এর মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বা শরিয়ত এর ২নং ধারার তিন তালাক অংশটুকু বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল সেখানে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল আপাতভাবে শরিয়ত আইনের ২নং ধারার তিন তালাক সম্পর্কেই রায় সীমাবদ্ধ থাকলেও ভবিষ্যতে বহুবিবাহ ও নিকাহ হালালার মত বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করতে হবে।

অতএব বলাই যেতে পারে ধর্মীয় নিগড়ে আবদ্ধ স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজের সংস্কারে সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকারেরস্বপ্নএবং তা রূপায়নে সংবিধানের ৪৪ ধারায় ব্যক্ত অভীপ্সার সাথে সাযুজ্যে দেশের বিচারব্যবস্থার প্রগতি অভিমুখী দীর্ঘ অভিযাত্রার প্রেক্ষিতে সময়ের দাবিতে আজ আর আইনি পরিসর বোধকরি বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ের সেই সাড়ে সাত দশক আগের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সীমায়িত নয়।

প্রসঙ্গত ষাটের দশকে হামিদ দালোয়াই যখন মুসলিম সমাজে সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনতালাক , বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা নিরসনে এবং বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের মত বিষয়গুলি রাষ্ট্র কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করার এবং দত্তক নেওয়ার রীতি মুসলমানসমাজে স্বীকৃতিরদাবি করেছিলেন তখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিসরে এ দাবির কথা কারো ভাবনায়ও আসেনি ।শুধু মুসলিম মহিলারা নন মুসলিম পুরুষদের পক্ষেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা ইদানীং অনুধাবন করতে পারছেন সেই সম্প্রদায়েরই প্রকৃত শিক্ষিত স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন ও আধুনিক মনভাবাপন্ন জনেরা। প্রণিধানযোগ্য যুক্তিতে বিষয়টি বিশ্লেষন করে উপস্থাপিত হচ্ছে গ্রন্থে ও সুলিখিত প্রবন্ধেও।

যদিও ১৯৭৩ সালে তৈরি মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রোটেকশান কমিটি যেটিই পরবর্তীকালের মুসলিম ল' বোর্ড যা আজ ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের বলে দাবিদার এরা যেমন তিন তালাক নিষিদ্ধকরনের বিরোধিতা করেছে-আদালতের রায়ের পর কতিপয় বোরখা পরিহিতাদের সামনে এনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এখনও তেমনই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের কথা উঠলেই ধর্মীয় অজুহাতে রে রে করে উঠছে।

প্রসঙ্গত এই পশ্চাতমুখী কায়েমি শক্তির জন্যই তিন তালাকের মত একটি অন্যায় অমানবিক প্রথা বিলোপ করতে গনতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশে লেগেছিল স্বাধীনতার পর সত্তর বছর এবং এ সংক্রান্ত দেশের উচ্চতম আদালতের রায়েরও দু'বছর পর- অনেক মুসলিম দেশেও এই অমানবিক কুপ্রথা অনেক আগেই নিষিদ্ধ হলেও।

এদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল এবং প্রগতিশীল মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলি তিন তালাক নিষিদ্ধকারীরায়কে স্বাগত জানালেও কিছুমহল কিন্তু মুসলিম মহিলাদের লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়বিচার, নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন পক্ষে সেই লড়াইকে সহজে মেনেনিতে পারেনি।অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল'বোর্ড এবং 'ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচার-আচরনে হস্তক্ষেপ'-তাদের এ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত ও প্ররোচিত ব্যক্তিবিশেষএমন কি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ছাত্রীরাও (জিন্স টপ এর সাথে হিজাব বা বোরখা পরিহিতা) যারা অন্য বিষয়ে নিজেদের আধুনিক বলে দাবি করেনপ্রতিবাদে নেমেছিলেন। অন্যদিকে ঐ রায়ের পর মামলাকারী পঞ্চকন্যার অন্যতম এই বাংলার ইসরাত জাহান হাওড়ায় নিজের এলাকায় সামাজিক বয়কটের মুখে পড়ে এলাকাবাসী একাংশের চোখে অভিধাপ্রাপ্ত হন এক 'গন্দি আউরাত'।তখন'প্রগতিশীল' দাবি করা কোন রাজনৈতিক দলকেপাশেপাননি সেই অসম সাহসিনী যোদ্ধা। বরং রাজ্যেরই তৎকালীন এক মন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের রায়ইঅসাংবিধানিকএমনআলটপকা মন্তব্য করেছিলেন যিনি অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রণয়নেরও বিরোধী ।

তবে তিন তালাক ছাড়াও শরিয়ত বিধানে আরও কতগুলি পশ্চাৎমুখী ও অমানবিক নিয়ম আছে নিকাহ হালালা যার অন্যতম। শীর্ষ আদালতের ২০১৭ র রায়ের পর্যবেক্ষনের সূত্রে দিল্লীর বাসিন্দা নাফিসা খানের এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯এই আদালত বহুবিবাহ ও নিকাহ হালালা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের বক্তব্য জানাতে নোটিশ জারি করেছিল ।সাধারন মুসলমান মেয়েরাও আজ মনে করেন, নিকাহ হালালা অপেক্ষা পুরুষতান্ত্রিক বর্বরতা আর কি হতে পারে।এজন্যই হয়ত এক নারীবাদী কবির অনুভবেঃআমার জন্য হাদিস কেউ না/শরিয়ত তুমিএত নিষ্ঠুর! ।অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু হলে এই সব বৈষম্য ও অমানবিক ও জঘন্য প্রথা দূর হতে পারে বলে আজকের মুসলিম মহিলারাও।

প্রসঙ্গত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ধারণা প্রধানত ইউরোপীয় চিন্তাধারাসঞ্জাত, বিশেষত ফরাসীবিপ্লব-উত্তরকালের হলেও এদেশেওঅভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা যে সমাজচিন্তকদের অনুভবে ও ভাবনায় এসেছিল অনেক আগেই-প্রায় দু'শো বছরেরও আগে তার হদিশ পাওয়া যায় এদেশে সমাজসংস্কারে পথিকৃৎ মহাত্মা রামমোহনের রচনায়। ১৮৩১এপার্লামেন্টারি কমিটি প্রেরিত আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার সম্বন্ধে প্রশ্নমালার উত্তরে রামমোহন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে নিজের অভিমত নিজের মত করে ব্যক্ত করে সর্ব সম্প্রদায় ও ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণযোগ্য একই ধরনের আইন ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রকৃত লোকায়েত রাষ্ট্র গড়ার রাস্তা দিশা দিয়েছিলেন।

আবার ১২৮০ সনের আষাঢ় সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন যে, এদেশে অর্ধেক হিন্দু,অর্ধেক মুসলমানযদি বহুবিবাহ নিবারনের জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত।হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ ,মুসলমানদের পক্ষে ভাল এমত নহে কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, তবহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে তাহাকে সাতবৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে'। এবিধ বক্তব্যের দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'নেশন বিল্ডার' বঙ্কিমচন্দ্রও কি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তার দিকেও ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন-এ কৌতুহল জাগা অমূলক নয়।

প্রসঙ্গত অনেকদিন আগে শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীমের 'নয়া ভারতের ভিত্তি' গ্রন্থের নিবেদনে এক গুরুত্বপূর্ন উক্তি ছিল, 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দেশের অন্য বিষয়ে ক্ষতি করিলেও, হিন্দুদের জাগরনের পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পথে প্রধান বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে'।

অন্যদিকে 'ভারতের মুসলিম যুবসমাজে যুক্তিবাদী আত্মসমালোচক শ্রেনির অস্তিত্ব নেই' দালোয়াইএর এমত আক্ষেপের প্রতিধ্বনি যেমন শুনতে পাওয়া যায় সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীরের এক উপন্যাসের নায়ক আধুনিকমনস্ক মুসলমান যুবক ইউসুফের উচ্চারণে '...আমরা, ইসলাম ধর্মের মানুষরা কোন সমালোচনা শুনতে চাইনা।...প্রাচীন হিন্দু ধর্মের বিস্তার তেমনভাবে না হলেও সংস্কার হয়েছে যুগে যুগে।খআধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে শংকরাচার্য, রামানুজ, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এঁরা লড়াই করে কুসংস্কারগুলোর অপ্রয়োজনীয়তা মানুষকে বোঝাতে পেরেছেন,অথচ মহম্মদের পর ইসলাম ধর্মের সংস্কারক্ কেউই আসেননি। তাই সবচেয়ে আধুনিক ধর্ম হয়েও , আধুনিকতার রক্তাল্পতায় ধুঁকছে এই ধর্মের মানুষজন'।

তেমনই আশার বাণী শোনায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা প্রণিধানযোগ্য যুক্তিতে উপস্থাপিত সংখ্যাল্প হলেও মুসলিম গবেষকেরও সৃজনে-তখন কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে এই আমার ভারতবর্ষ যেখানে হামিদ দালোয়াইরা ভারতীয় মুসলিম সমাজের যে অনুধাবন-আত্মপোলব্ধির কথা বলে গিয়েছিলেন তা বিলম্বে এবং শ্লথগতিতে হলেও আরম্ভ হয়েছে-তার চিন্তনের অনুগামীরা সঠিক দিশায় এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় অর্জন করছেন।

তবুও এদেশের নারীসমাজের সার্বজনীন সমানাধিকারের দাবিকে মান্যতাদানে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজের সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে সময়ের দাবিতে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে-প্রাজ্ঞতার সাথে এবং যতদূর সম্ভব রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে।

কোট-আনকোট

বাংলা এখন উন্নতির পথে। প্রথমেই গুন্ডাদমন আইন এনেছি। কারখানার গেটে তালা লাগালে হাজতে থাকতে হবে। কারখানার গেট ভাঙলে, তিনগুণ আদায় করব। নো সিন্ডিকেট, নো কাটমানি, নো উসুলি। জানতে পারলেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হাসপাতালে দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার নির্মাণের উদ্যোগ, বুলডোজারে জবরদখল উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাধারণ মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রশাসন। দীর্ঘদিনের যানজট ও জরুরি পরিষেবার সমস্যার সমাধানে হাসপাতালের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সেই লক্ষ্যে শনিবার হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে বেআইনি ভাবে গড়ে ওঠা দখলদার নির্মাণ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়। প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বুলডোজার দিয়ে জবরদখল উচ্ছেদ করে নতুন প্রবেশপথ তৈরির কাজের সূচনা করা হয়।

এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ, আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ, হাসপাতাল প্রশাসনের আধিকারিক, ভূমি ও প্রশাসনিক দপ্তরের প্রতিনিধিরা এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা রেখে শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের প্রধান প্রবেশদ্বারের সামনে যানজট নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার দু'ধারে বেআইনি দখল ও দোকানপাটের কারণে অ্যাম্বুল্যান্স এবং জরুরি রোগী পরিবহণে একাধিকবার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ ছিল। অনেক সময় গুরুতর অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছতে অযথা দেরি হওয়ায় তাঁদের এবং পরিবারের সদস্যদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতেই হাসপাতালের জন্য একটি পৃথক ও প্রশস্ত দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, নতুন প্রবেশদ্বার চালু হলে হাসপাতালের ভেতরে যানবাহন চলাচল আরও সুশৃঙ্খল হবে। বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্স সরাসরি ইমার্জেন্সি বিভাগ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, ফলে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে। একই সঙ্গে রোগী, তাঁদের পরিজন এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতও অনেকটাই সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য আগেই সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। শনিবার সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে বেআইনি দখলমুক্ত করার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রশাসনের দাবি, খুব শীঘ্রই ওই স্থানে আধুনিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ একটি নতুন প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হবে, যা ভবিষ্যতে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এদিন বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, হাসপাতাল মানুষের জীবন বাঁচানোর জায়গা। সেখানে কোনও ভাবেই যানজট বা দখলদারির কারণে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হতে দেওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ একইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

সুবর্ণরেখার ভাঙনে আতঙ্ক, স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: 'নদীর পাড়ে যার ঘর, বারো মাসই তার ঘুম হারাম। বর্ষা এলেই বুকের ভেতর জেগে ওঠে ভাঙনের অজানা আতঙ্ক।' এই প্রবাদ যেন বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের মালিঞ্চা গ্রামে। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে টানা বৃষ্টির জেরে সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জেরে মালিঞ্চা গ্রামে শুরু হয়েছে ভয়াবহ নদীভাঙন। ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ চাষের জমি, ভিটেমাটি ও গাছপালা। নদীর একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একাধিক বসতবাড়ি। ফলে যে কোনও মুহূর্তে সেগুলিও নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আতঙ্কে দিন কাটছে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষা এলেই নদী ভাঙন রোধে নানা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু বর্ষা শেষ হলেই সেই প্রতিশ্রুতি কাগজেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তৃণমূল সরকারের আমলেও স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ফলে প্রতি বছরই একই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে মালিঞ্চা গ্রামের মানুষকে। গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সুবর্ণরেখা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার ফলেই নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ও পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। নদীর তলদেশ গভীর হয়ে যাওয়ায় এবং পাড়ের মাটি দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রতি বর্ষায় নদী ভাঙন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

খনিতে বিস্ফোরণে ভয়াবহ ধস, পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের জেরে ভয়াবহ ধস নামল বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত সালানপুরের বনজেমারি এলাকায়। খনি সংলগ্ন নিউ কলোনির জনবসতি এলাকায় আচমকা এই ধস নামায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘটনার প্রতিবাদে ইসিএলের কয়লা পরিবহনের মূল রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। এর জেরে খনির উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মবহির্ভূত ব্লাস্টিংয়ের তীব্র কম্পনে একাধিক বাড়ি ও দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে বড়সড় প্রাণহানির আশঙ্কায় অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন তারা।

ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, অনেক মানুষের ঘর এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে যে কোনও সময় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির পরিবারের সদস্যরা চাপা পড়ে মারা যেতে পারেন। বাসিন্দাদের দাবি যারা বিপজ্জনক জোনে আছে তাদের আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক, না হলে ব্লাস্টিং করতে বাধা দেওয়া হবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধসগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন ইসিএল আধিকারিকরা। ইসিএল সালানপুর এরিয়া বঞ্জমারি কোলিয়ারি এজেন্ট রাজীব কুমার সিনহা আশ্বাস দিয়ে বলেন, ধসে যাওয়া এলাকাটি প্রথমে ভরাট করিয়ে ফেন্সিং করে আটকে দেওয়া হবে এবং নিরাপদ উপায়ে খনিতে কয়লা উত্তোলন করার প্রক্রিয়া করা হবে।

মৃত সিভিকের পরিবারকে অনুদান সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মানুষের পাশে দাঁড়ানই মানবতা। সেই বার্তাই ফের সামনে এল আরামবাগে। এটাকে বাস্তবে পরিণত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আরামবাগে পথ দুর্ঘটনায় মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করলেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পথ দুর্ঘটনায় কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারানো আরামবাগ থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার উৎপল সিংয়ের পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হল। শনিবার আরামবাগের হিয়াতপুর গ্রামে মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়িতে যান আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ এবং পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁদের উপস্থিতিতে উৎপল সিংয়ের স্ত্রীর হাতে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বিডিও, প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এবং পুলিশ আধিকারিকরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ জুলাই আরামবাগের জয়রামপুর এলাকায় কালীপুজোর দায়িত্ব পালন করার সময় একটি দ্রুতগতির লরির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় সিভিক ভলেন্টিয়ার উৎপল সিংয়ের। কর্মরত অবস্থায় তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে চরম আর্থিক ও মানসিক সংকটের মুখে পড়েন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে মৃতের পরিবারের মধ্যে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দ্রুত এই সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন বিধায়ক হেমন্ত বাগ মৃতের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, উৎপল সিং কর্তব্য পালন করতে গিয়েই প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর পরিবারের এই কঠিন সময়ে প্রশাসন ও সরকার পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হবে। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষও মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, একজন কর্তব্যরত কর্মীর এই ধরনের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পরিবারের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে বিষয়েও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, সরকারি সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যা পরিবারের জন্য কিছুটা হলেও সহায়ক হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৩য় ফ্লোর)
ক্যান্টনমেন্ট রোড, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১
ইমেইল: comurshidgad@pub.bank.in

লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকদের কাছ থেকে টু বিড সিস্টেমের অধীনে, অর্থাৎ বিদ্যমান শাখা প্রেমিসেসের কাছাকাছি লিজ/ভাড়া ভিত্তিতে শাখা অফিস **বিও আজিমগঞ্জ (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রাউন্ড ফ্লোরে)-এর জন্য টেকনিক্যাল এবং ফিন্যান্সিয়াল বিড আহ্বান করছে।**
খাম নং ১: (টেকনিক্যাল বিড)-এ সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল বিবরণ থাকতে হবে, যেমন ঠিকানার বিশদ বিবরণ, সাইট প্ল্যান, নির্মাণের নির্দিষ্টকরণ, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি।
খাম নং ২: (ফিন্যান্সিয়াল বিড)-এ প্রতি বর্গফুটের রেট ইত্যাদি থাকতে হবে।
যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ০১ **আগস্ট ২০২৬ তারিখের ১৭.০০ টার** আগে সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদের উপরোক্ত ঠিকানায় পৃথক সিল করা খামে "টেকনিক্যাল বিড" এবং "ফিন্যান্সিয়াল বিড" লিখে পাঠাতে হবে। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে। এই বিষয়ে কোনো দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। বিডের ফর্মগুলি আমাদের সার্কেল অফিস/বিও আজিমগঞ্জ/পিএনবি ওয়েবসাইট (**https://pnbindia.in**)-এ উপলব্ধ হবে। ব্যাঙ্কের লিজ ডিডের খসড়া ফর্ম্যাটও ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে যাতে আগ্রহী মালিকরা লিজ ডিডের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

তারিখ: ১৯.০৭.২০২৬,
স্থান: মুর্শিদাবাদ
সার্কেল হেড

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল: sclinvestors@somanyceramics.com
corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com

৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সোমানি সিরামিকস লিমিটেড এর সদস্যদের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার ১২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সকাল ১০ টায় আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। এই সুবিধাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর") এবং তৎসহ পঠিত সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ সার্কুলার") জারি করা এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133, যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার") দ্বারা জারি করা হয়েছে ৩ অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী।
উপরে উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ ১৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল-আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপি") সাথে নিবন্ধিত ছিল। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") www.evotingindia.com এও পাওয়া যাবে। ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ নীচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে। ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি, যার সঠিক পথ সহ, সেই শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি, আরটিএ বা তাদের নিজ নিজ ডিপি-তে নিবন্ধিত নয়।
নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা -এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন দেখা যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (সংশোধিত) এর নিয়ম ২০ এবং সেবি (এলওডিআর) এর নিয়ম ৪৪ অনুসারে পঠিত, কোম্পানিটি তার সদস্যদের উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, যার জন্য কোম্পানিটি সিডিএসএল এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার ৭ আগস্ট ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় আইএসটি শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির যেসব সদস্যের শেয়ার ভৌত আকারে অথবা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে আছে এবং যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি (এনএসডিএল/সিডিএসএল) কাট অফ ডেট বুধবার ৫ আগস্ট ২০২৬ অনুযায়ী রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে ভোট দেননি, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার উপস্থিত/অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না। যে কোনও সদস্য যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাদের নোটিশটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
যে কোনও ব্যক্তি, যিনি নোটিশ প্রেরণের পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং এর জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।
রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএমে যোগদান এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।
যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্র পাওয়ার জন্য কোম্পানি/ডিপি/আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ পাওয়ার জন্য ইমেল আইডি নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

১. প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- আপনাকে আপনার ব্যাংকার দ্বারা সত্যায়িত হোল্ডারদের স্বাক্ষর সহ যথাযথভাবে পূরণ করা আইএসআর ১, আইএসআর ২ এবং মনোনয়নের পছন্দ (https://mdpl.in/form) এবং আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড মুদ্রিত একটি বাতিল চেকের পাতা সহ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি চেকের পাতায় আপনার নাম মুদ্রিত না থাকে, তাহলে আপনার পাস বই / ব্যাংক স্টেটমেন্টের অতিরিক্ত সত্যায়িত কপি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড উল্লেখ থাকে। যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্য contact@mdplcorporate.com ঠিকানায় আরটিএ-কে একটি ইমেল পাঠাতে পারেন।
২. ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - আপনার ডিপির পরামর্শ অনুসারে, অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।

কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য পিঞ্চা অ্যান্ড কোং-এর অংশীদার, শ্রী অঙ্কিত কুমার জাঙ্গিদকে (সদস্য নং এফসিএস ১১২৮৫, সিপি নং ১৬৩০০) স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
চেয়ারম্যান অথবা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার পরপরই স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com) এ প্রকাশ করা হবে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত যদি আপনার কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ 'সহায়তা বিভাগের' অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০১৩-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ০২১ ০৯৯১১-এ কল করতে পারেন।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৫ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রতি ২ টাকা মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ২ টাকা লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা পরবর্তী ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে। কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য সদস্যদের লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার নির্ধারণের জন্য বুধবার ৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখকে 'রেকর্ড ডেট' হিসেবে নির্ধারণ করেছে, যদি ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হলে বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ যোগ্য সদস্যদের ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রদান করা হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার
স্থান : নয়ডা
তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২৬

केनरा बैंक Canara Bank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল
কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ই-মেইল : **cb2364@canarabank.com**

ই-নিলামের তারিখ ০৪.০৮.২০২৬

বন্ধকী চুক্তির অধীনে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, **২৭.০৯.২০২২ তারিখের বন্ধক চুক্তি অনুসারে কানারা ব্যাংক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখার** উপর দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বন্ধককৃত সামগ্রীসমূহ **০৪.০৮.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৪৯,৯০৭.২৭ টাকা** (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নশো সাত টাকা এবং সাতাশ পয়সা) ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ **কানারা ব্যাংক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা** কর্তৃক আদায় করা হবে **মেসার্স পি. আর. ওয়াটার অ্যান্ড বেভারেজ (অংশীদারী প্রতিষ্ঠান)**, জে.এল. নং ২১, খতিয়ান নং ৮০০, ৮৮১, প্লট নং ২৫২৪, ২৫৩৩, ২৫৩৬, নদীহা, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ১৫৫ কাছ থেকে।
ই-নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলোর সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক্রম নং	ক) জামিনদত্ত ঋণদাতার নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	বকেয়া পরিমাণ	অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) শাখা এবং রিজিওনাল অফিসের সহিত যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠতল, বেলস হাউস, কলকাতা- ৭০০০১৬। **খ) মেসার্স পি আর ওয়াটার অ্যান্ড বিভারেজ (অংশীদারি সংস্থা)** জেএল নং ২১, খতিয়ান নং ৮০০, ৮৮১,প্লট নং ২৫২৪, ২৫৩৩, ২৫৩৬, নদিহা, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১৫৫। **শ্রীমতি রাজশ্রী ব্যানার্জি** স্বামী শ্রী নিশিথ চক্রবর্তী, মুনসিফ ডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং ২, আরশা,পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ , পিন - ৭২৩১০১। **শ্রীমতি পিঙ্কি ভট্টাচার্য,** স্বামী শ্রী অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, গ্রাম : রাউতোড়া, পো : নডিহা, থানা : পারা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২৩১২৬।	**১,৪৯,৯০৭.২৭ টাকা** (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নশো সাত টাকা এবং সাতাশ পয়সা) **৩০.০৬.২০২৬** অনুযায়ী	আরও প্ল্যান্ট এসএস আইএসআই ৩০০০ পিএইচ - ইউভি-ওজোনেটর-মজুত ট্যাঙ্ক ৩০০০ লিটার সহ, সম্পূর্ণ স্বয়ক্রিয় বোতল ধৌতকরণ, পূরণ এবং ক্যাপিং মেশিন- ৪০ বিপিএম ফিড অ্যান্ড কমপ্রেসার সহ, ১২ এইচপি লো প্রেসার কমপ্রেসার, এয়ার ড্রায়ার এবং চিলার ৩ টিআর, কুলিং টাওয়ার, সরঞ্জাম -অটো ব্লো মোল্ডিং মেশিন এর জন্য- ২ ক্যাভিটি -২০ এইচপি হাই প্রেসার কমপ্রেসার -এয়ার ড্রায়ার এবং চিলার ৩ টিআর, কুলিং টাওয়ার, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্লো মোল্ডিং মেশিন ২ ক্যাভিটি, শ্রিঙ্ক র‍্যাপিং মেশিন, ব্যাচ কোডিং মেশিন-অটো ল্যাবরেটরি -আইএস ১৪৫৪৩: ২০১৬ অনুযায়ী - কেমিক্যাল, গ্লাস ওয়ারস, ইনস্ট্রুমেন্ট এবং মেডিয়াস সহ।	**ক) ২৩,৭০,০০০.০০ টাকা** (তেইশ লাখ সত্তর হাজার টাকা) **খ) ২,৩৭,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম শাখা কলকাতা (মোবাইল) ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ২,৩৭,০০০.০০ টাকা সহ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ০৪.০৮.২০২৬, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত, ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৩.০৮.২০২৬, বিকাল ৫টা পর্যন্ত

- নিয়ম এবং শর্তাবলী -
১. সম্পত্তিগুলো **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** এই শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে বর্ধিত পরিমাণসহ দর দিতে হবে।
৪. নিলাম/দরপত্র প্রদান শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https//baanknet.com/)** এর মাধ্যমে **"অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে"** অনুষ্ঠিত হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর **[BAANKNET.com (https//baanknet.com/)]** পোর্টালের ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে অথবা উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বিবরণ অনুযায়ী আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য চালান তৈরি করতে হবে। এই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫টা**।
৬. পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা লি.** -এর যোগাযোগের বিবরণ **[BAANKNET.com (https//baanknet.com/)], যোগাযোগ নম্বর ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২/ ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮/৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **২০.০৭.২০২৬ থেকে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে** সম্পত্তি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা / সর্বোচ্চ দরদাতা, সর্বোচ্চ/সফল হিসেবে ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দেবেন এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে। যদি সফল দরদাতা / ক্রেতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার প্রদত্ত আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি সকল চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি যে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়, তবে উপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিলামের তারিখের পূর্বে উপরে উল্লিখিত অর্থ, হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচসহ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং যদি কোনো বকেয়া থাকে, তবে তা সুদ ও খরচসহ পরিশোধ করতে হবে।
১২. ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব বা দরপত্র গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. আরও বিস্তারিত তথ্য ক্যানারা ব্যাংকের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com**-এ পাওয়া যাবে।

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত কর্মকর্তা
ক্যানারা ব্যাংক

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN: L46620WB2024PLC268366
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮,
ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১
টেলিফোন : (০৩৩) ৪৬০৪ ১০৬৬ ইমেল : cs@ganeshinfra.com ওয়েবসাইট : www.ganeshinfra.com
GANESH INFRAWORLD LTD.

তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং তথ্য এবং ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যগণের উদ্দেশে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") /অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে জেনারেল সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১ এবং ৫ জানুয়ারি ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ (সেবি সার্কুলারসমূহ) অনুযায়ী অনুমোদিত এজিএম/ইজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত একটি সুবিধাজনক স্থানে রেজিস্টার্ড অফিসে সভার অনুষ্ঠান স্থল হিসেবে গণ্য সদস্যগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভায়।

এমসিএ এবং সেবি-র উল্লিখিত নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি ১৭ জুলাই, ২০২৬ (শুক্রবার) তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা-র বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২৬) শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যারা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট ("ডিপি")-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেছেন। এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট;অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই") -এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com;এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com-এও পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল আইডি নথিভুক্ত করেননি, তাদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত চিঠি ১৭.০৭.২০২৬ তারিখে পাঠানো হয়েছে।

লভ্যাংশের ওপর প্রযোজ্য সঠিক টিডিএস-এর হার নির্ধারণের সুবিধার্থে, সদস্যদের আয়কর আইন, ২০২৫-এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://investors-ganeshinfra.com/dividend/-এও পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সমস্ত সদস্যকে ইতিমধ্যেই ই-মেইল পাঠানো হয়েছে। প্রযোজ্য টিডিএস/উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের হার নির্ধারণের সুবিধার্থে সদস্যদের ২ আগস্ট, ২০২৬ বা তার আগে এই নথিপত্রগুলি জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লিখিত তারিখের পরে জমা দেওয়া কোনো নথিপত্র বিবেচনা করা হবে না।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী, কোম্পানির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি ৪ আগস্ট, ২০২৬ (মঙ্গলবার) থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা ২০১৪ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডাড -২ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোবাজর রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫") এর রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী, সময়ে সময়ে সংশোধিত, কোম্পানি সোমবার ৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে, কাট-অফ ডেট, অনুসারে, তার শেয়ারধারী সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা ই-ভোটিং সিস্টেম ("রিমোট ই-ভোটিং") ব্যবহার করে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভার ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি/নির্দেশনা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে :

১. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংযুক্তি সহ নোটিশ পাঠানোর তারিখ ১৭ জুলাই ২০২৬।
২. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় হল ৬ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ৯টা এবং রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় হল ৯ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টা। এখানে উল্লিখিত শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
৩. ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ সোমবার ৩ আগস্ট ২০২৬।
৪. বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর যারা শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে যারা যোগ্য সদস্য, তারা https://instavote.linkintime.co.in ঠিকানায় ই-ভোটিং এর জন্য অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
৫. ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রস্তাবে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশে দেওয়া আছে।
৬. যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান/অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু তাদের পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৭. যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, শুধুমাত্র সেই কাট অফ ডেট অনুযায়ী ব্যক্তি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
৮. যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপিতে নিবন্ধিত নয় তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের পদ্ধতি এজিএম নোটিশে পাওয়া যাবে।
৯. কোম্পানি এবং সভার বিজ্ঞপ্তি যেখানে প্রদর্শিত হয় সেই সংস্থার ওয়েবসাইট ঠিকানা
কোম্পানি www.ganeshinfra.com, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড www.in.mpms.mufg.com।
১০. ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণ :

নাম	পদবি	ইমেল ঠিকানা	ফোন নং
(ক) শ্রীমতী বিয়াস মৈত্র	কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার	cs@ganeshinfra.com	(০৩৩) ৪৬০৪১০৬৬
(খ) শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া	স্ক্রুটিনাইজার	raj@manojbanthia.com	(+৯১) ৯৮৩১৫৮২১৫৪
(গ) শ্রী রাজীব রঞ্জন	সিনিয়র অ্যাসি. ভাইস প্রেসিডেন্ট	insta.vote@linkintime.co.in	(০২২) ৪৯১৮৬০০০

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ইনস্টাভোট হেল্পডেস্কে enotices@in.mpms.mufg.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টেলিফোন ০২২- ৪৯১৮ ৬০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিয়াস মৈত্র
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং : এফ১২৫০৯
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

জমি হাতিয়ে বাড়ি বানানোর অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: আত্মীয়ের জমি হাতিয়ে পেল্লাই বাড়ি বানিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য। রাজ্যে সরকার বদল হতেই সেই সুখ আর সইল না। আত্মীয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তোলাবাজ তৃণমূল নেতা ঠিকানা হল শ্রীঘর। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলিয়া এলাকায়।

ওই এলাকার অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য ও তৃণমূল নেতা জিয়াফত হোসেন ওরফে বাবলুকে শুক্রবার রাতে দত্তপুকুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শনিবার তাকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আত্মীয়ের জমি জবরদখল করে সেখানে পেল্লাই

বাড়ি নির্মাণের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার ভিত্তিতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানাগেছে। তবে এই জিয়াফত হোসেনের বিরুদ্ধে অতীতেও তোলাবাজি, কাটমানি আদায়, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিরোধীদের হুমকি ও মারধরের মতো একাধিক অভিযোগ ছিল।

শনিবার অভিযুক্তকে পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বারাসাত আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেন। জিয়াফত হোসেন ওরফে বাবলু গ্রেপ্তার হতেই এলাকায় খুশির হাওয়া বইছে। মানুষের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকার মানুষদের দমন-পীড়ন চালাতেন ওই তৃণমূল নেতা।

সরকারের কাছে পথবাতি-উন্নয়নের দাবি বাঁকুড়ার ভূতুড়ে গ্রামগুলির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: জেলার 'ভূতুড়ে গ্রাম' বর্তমান সরকারের কাছে আলো চায়। ভূত তাড়াতে রাষ্ট্র স্তায় আলো চায় জেলার ভূতুড়ে গ্রামগুলির বাসিন্দারা। তাদের দাবি, একমাত্র পথবাতিই গ্রাম থেকে ভূত তাড়িয়ে গ্রামবাসীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে। অন্ধকার নামলেই জেলা অনেক গ্রামে আজও তাড়া করে বেড়ায় ভূতের আতঙ্ক। সেই আতঙ্কে অনেক পরিবার ঘর ছেড়েছে। গ্রামে অন্ধকার দূর করতে পারলে ভূতের আতঙ্ক দূর হয়ে যাবে। গ্রামগুলি আবার প্রাণ ফিরে পাবে এমনটাই মনে করছেন ভূতের গ্রামের বাসিন্দারা।

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায়১৫ কিমি দূরে গঙ্গাজলঘাটির বড়জুড়ি সংলগ্ন চালিবাড়ীরডিহি অনেকের কাছে 'ভূতুড়ে পাড়া' বলে পরিচিত। একসময় ১৭টি পরিবার বসবাস করত জীবিকার সুবিধার জন্য। এক রাতের এক ঘটনায় চালিবাড়িরডিহি হয়ে ওঠে ভূতের গ্রাম। বদলে যায় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা। সেসময় খুন হন গ্রামেরই এক তরতাজা যুবক। তারপর রটে যায় যে মৃত যুবকটির অতৃপ্ত আত্মা পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার নামলেই কান্না ও পায়ের শধ হচ্ছে বলে বাসিন্দাদের মনে হতে থাকে। তাই প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলেই ভূতের আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াত তাদের। এসময় একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। তাতে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। ভূতের আতঙ্কে একের পর এক পরিবার পাড়া ছাড়তে শুরু করে। এতে জনশূন্য হয়ে পড়ে চালিবাড়িরডিহি বা ভূতের পাড়া।

ভূতের উপদ্রবকে গুরুত্ব না-দিয়ে থেকে গিয়েছিল দু'টি পরিবার। পরে প্রশাসনের উদ্যোগ ও আশ্বাসে আরও দুই পরিবার ফিরে আসে। যদিও ফিরে আসেনি বাকিরা। যারা গ্রামে ফিরে এসেছেন তারা ভূত না-দেখতে পেলেও তাদের আতঙ্ক এখনও কাটেনি পুরোপুরি। অন্ধকার নামলেই ভূতের সেই আতঙ্ক আজও তাদের তাড়া করে বেড়ায়। গা ছমছমকরে অন্ধকার নামলে। তাদের দাবি, প্রশাসন এই গ্রামের ওপর দৃষ্টি দিলে বাকিরাও ফিরে আসতে পারেন গ্রামে। সবার আগে অন্ধকার দূর করতে পারেই গা ছমছমে আতঙ্ক দূর হবে। গ্রামে পথবাতি, বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা। সরকারি প্রকল্পে পাকা বাড়ি দরকার। ঘন কালো অন্ধকার মানেই একরাশ আতঙ্ক। একই আতঙ্ক বাঁকুড়াশহর সংলগ্ন ইন্দপুর ব্লকের ভেদুয়াশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশকেটিয়া গ্রামে। এই বাঁশকেটিয়া আজ ভূতের গ্রাম হয়ে উঠেছে। এখন গ্রামজুড়ে শুধু আতঙ্ক।

অন্ধকার নামলেই গ্রমবাসীদের নজর থাকে একটি বাড়ির দিকে যেখান তিন বছরে তিন মৃত্যু হয়েছে। তখন থেকে আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। অনেক পরিবার উঠে গিয়েছে পার্শ্ববর্তী ভেদুয়াশোলে। যেসব পরিবার রয়ে গিয়েছে গ্রামে তারাও পথবাতি ও গ্রামের উন্নয়ন চাইছেন। এই দুই গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে তারা গ্রামে পথবাতির জন্য বহুবার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সিমলাপাল থেকে মাচাতোড়া যাওয়ার পথে তরুপুর গ্রামের বাসিন্দাদের। এই গ্রাম সংলগ্ন আদিবাসী পাড়া ভূতের ভয়ে হয়ে উঠেছে জনশূন্য। এই সাঁওতালপাড়া পরিচিত হয়ে উঠেছে ভূতুড়ে পাড়ায়।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আকুইয়ের বন্ধন হাউসে ভারতীয় জনতা পার্টির ইন্দাস মণ্ডল-২-এর উদ্যোগে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশশিক্ষণ মহা অভিযান অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের কাছে জনমুখী প্রকল্পের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনায় দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে ভারত মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি বিশিষ্ট মনীষীদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস বোস, ইন্দাস মণ্ডল-২-এর সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী, জেলা নেতৃত্ব উৎপল ঘোষ, গঙ্গামণি রায়, পূর্ণেন্দু মুখার্জি, গৌতম ধারা-সহ জেলা ও মণ্ডল স্তরের একাধিক নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে বক্তারা কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প কীভাবে মানুষের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং মানুষের সমস্যা শুনে সংগঠনের মাধ্যমে তার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া যায়, সে বিষয়েও বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ শিবির কর্মসূচি বর্তমানে রাজ্যজুড়ে চলছে। ইন্দাস মণ্ডল-২-এর এই কর্মসূচিও সেই বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ। আগামী দু' দিন ধরে মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনের আদর্শ, কর্মপদ্ধতি ও জনসংযোগকে আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আকুইয়ের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি ও উৎসাহ সেই বার্তাকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

দুর্ঘটনায় আহত দুই: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের মুরাতিপুরে একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার প্রথমে একটি স্কুটিকে ধাক্কা মারে,পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টোটো তে ধাক্কা মেরে পরে একটি বসতবাড়িতে ঢুকে যায়। এই ঘটনায় আহত হয় দু'জন।

জানা গিয়েছে স্কুটিতে দু'জন ছিলেন। তাঁরা গুরুতর আহত হন। এরপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোকে সজরে ধাক্কা মারে। তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পার টি ঢুকে পড়ে একটি বসতবাড়িতে।

আসানসোলে তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কেন্দ্রীয় ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল আসানসোলের জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাফল্য এল। রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আসানসোলের কর্মচারী রাজ্য বিমা (ইএসআই) হাসপাতালটিকে কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগমের (ইএসআইসি) হাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এর সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র সরকার পরিচালিত প্রথম ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল।

প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল ইএসআই হাসপাতাল চত্বরে ১০০টি এমবিবিএস আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। ভবিষ্যতে এখানে স্নাতকোত্তর (পিজি) পাঠ্যক্রমও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি এই অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে।

এই বিষয়ে কলকাতায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগমের (ইএসআইসি) আঞ্চলিক অধিকর্তা অমরনাথ তিওয়ারি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের বিশেষ সচিব অভিজিৎ বোস আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্রে (উইলোআই বা এমওইউ) স্বাক্ষর করেন। এই অনুষ্ঠানে বিমা কমিশনার প্রণয় সিনহা সহ ইএসআইসির একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

ইএসআই হাসপাতালের আঞ্চলিক উপ-অধিকর্তা ড. অতনু ভদ্র জানান, হাসপাতালটিকে মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে রাজ্য সরকার হাসপাতালটি কেন্দ্র সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। তিনি আরও জানান, এই মেডিক্যাল কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব ড. জয়া ঘোষের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি চালু হওয়ার পর এটি কর্মচারী রাজ্য বিমা কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে পরিচিত হবে।

ড. অতনু ভদ্র বলেন, এই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ইএসআই বিমাভোক্তা এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলি আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা, বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসকদের পরিষেবা এবং উন্নত চিকিৎসার আরও ভালো সুযোগ পাবেন। এর পাশাপাশি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিধি ও মানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই চুক্তি কেবল আসানসোলই নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং তৃতীয় স্তরের চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। তিনি বলেন, মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হলে স্থানীয় পড়ুয়ারা নিজেদের এলাকাতেই উচ্চমানের চিকিৎসা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।

ইএসআইসির বরিষ্ঠ আধিকারিকদের মতে, হাসপাতালের সম্পূর্ণ হস্তান্তর পর্বটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। রোগী এবং কর্মীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে প্রায় তিন মাসের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সময় (ট্রানজিশন পিরিয়ড) চাওয়া হয়েছে। এই সময়কালে হাসপাতালে কর্মরত ২০০-র বেশি চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী দুর্গাপুর সহ অন্যান্য ইএসআই হাসপাতালে পুনর্বাসিত করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত না হয়।

রান্নার গ্যাস লিকে অগ্নিদগ্ধে সংস্থা ও ডিস্ট্রিবিউটরকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের ১১ অগাস্ট। ওই দিন ভদ্রেশ্বর থানার মল্লিককাটির বাসিন্দা সুতপা ঢোলে রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। আচমকাই রান্নার গ্যাস লিক করে ঘরে আগুন ধরে যায় এবং তার ফলে সুতপার হাত ও পিঠের বেশ কিছুটা অংশ পুড়ে যায়। রান্নাঘরে গ্যাস লিক দুর্ঘটনা এবং তার ফলে এক মহিলার বিপজ্জনক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা ও ডিস্ট্রিবিউটরকে মোট এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল হুগলি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সুতপাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে দীর্ঘ চিকিৎসার পরে সুতপা সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে এ নিয়ে তাঁরা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের দ্বারস্থ হন। নিয়ম মেনে চিকিৎসার সমস্ত কাগজপত্র ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে জমা দেন তাঁরা। তারই ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

দুর্ঘটনার পরপরই গ্যাস কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটার সুতপার বাড়িতে গিয়ে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে। সব কিছু খতিয়ে দেখে লিকেজ সিলিন্ডার বদলে নতুন সিলিন্ডার দেয়। আগের ডেলিভারি দেওয়া সিলিন্ডার যে লিকেজ ছিল, সেটাও গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটার ডেলিভারি স্লিপে উল্লেখ করে দেন। সেটাকেই হাতিয়ার করেছেন মামলাকারী। সেজন্য রায় তাঁদের পক্ষেই গিয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত তাদেরকে নোটিস পাঠানোর পরেও তাঁদের কোনও প্রতিনিধি আদালতে হাজিরা দেননি। তাই এক তরফা রায় ঘোষণা করেছে আদালত। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের বিচারক মণ্ডলীর সদস্য সুদীপ মজুমদারের বক্তব্য, 'এই ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে গ্যাস কোম্পানি বিমা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে থাকে। তাতে দুর্ঘটনা ঘটলে বিমা কোম্পানি উপভোক্তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। তাই উপভোক্তার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ কোম্পানিকে ৭৫ হাজার ও ডিস্ট্রিবিউটরকে ২৫ হাজার মিলিয়ে মোট ১ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৬০ দিনের মধ্যে সেই টাকা মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। অনাদায়ে ৯ শতাংশ সুদ দিতে হবে।

স্কুলের পুরাতন কমিটি ভাঙার খবর জানালেন প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন ধরে পানাগড় বাজারের রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠে বিরাজ কুমার মণ্ডল নামের এক শিক্ষিককে বহিষ্কারের ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ওই শিক্ষকের সমর্থনে অভিভাবকরা আন্দোলনে নামেন। বিষয়টি কাঁকসা থানা ও স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও কাঁকসার বিডিও পর্যন্ত গড়ালেও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি।

গত ১৪ তারিখে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মল কুমার ঘোষ-সহ অন্যান্য শিক্ষিকদের ঘেরাও করে তালাবন্দি করে রাখেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ উঠে যায় ও প্রধান শিক্ষক জানিয়ে দেন ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত অবিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। এরপরেই বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন সকলে। অবিভাবকরা অভিযোগ তুলেছিলেন যে,বর্তমানে যে কমিটি রয়েছে সেই কমিটি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ওই কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি তৈরির দাবি জানান সকলে।

এই বিষয়ে শনিবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মল কুমার ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, সকলের অনুমতি নিয়ে বর্তমান যে পরিচালনা কমিটি রয়েছে সেটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।সকল সদস্যরা সম্মতি দিয়ে তারা পদত্যাগ করেছেন এবং নতুন কমিটি গঠন করার জন্য আগে অবিভাবকদের সঙ্গে আগামী ২২ তারিখে বৈঠক করা হবে সেই দিনেই নতুন কমিটি গড়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তিনিও চান সিলেকশনের মাধ্যমে নয়, ইলেকশনের মাধ্যমেই এবার কমিটি গঠন করা হোক।

তবে বিগত দিনে পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তিনি বলেন,কমিটির বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল বিগত দিনে তা সত্য। কিছু দুর্নীতি হয়েছিল। তবে বহিষ্কৃত শিক্ষক বিরাজ কুমার মণ্ডল বিদ্যালয়ে নিজের মনমর্জি মতো কাজ করেন। কাউকে মানেন না। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ। যে সময় দুর্নীতি হয়েছিল, সেই সময় তিনিও কমিটিতে ছিলেন। বিদ্যালয়ে তিনি অবিভাবকদের পাশাপাশি বহিরাগতদের নিয়ে শিক্ষকদের হেকেল করেন। যখন বিদ্যালয়ে উত্তপ পরিস্থিতি তখন তাকে বলা হয়েছিল তিনি যদি ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিতেন তা হলে এত দূর অশান্তি গড়াত না।

আইএমএর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: পরিবেশ দূষণ রোধ ও অক্সিজেনের জোগান বাড়াতে উদ্যোগী হলেন রানিগঞ্জের চিকিৎসকরা। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রানিগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে শুক্রবার বড়দই সংলগ্ন সুন্দরনগর এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বনবিভাগের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি পালিত হয়।

অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ছিলেন দুর্গাপুরের ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার অনুপম খান। তিনি বলেন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ইসিএল, বিসিসিএল-সহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যজুড়ে নিবিড় বনসৃজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এবছর রাজ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা ছাড়িয়ে ৫ থেকে ৬ কোটি গাছ লাগানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

আইএমএর রানিগঞ্জ শাখার সদস্যরা জানান, শুধু চিকিৎসা নয়, পরিবেশ রক্ষাও তাঁদের দায়িত্ব। দূষণ কমাতে ও সুস্থ সমাজ গড়তে বৃক্ষের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই বড়দের পাশাপাশি ছোটদেরও এই কর্মসূচিতে সামিল করা হয়েছে। সুন্দরনগর এলাকায় এদিন ছায়া ও ফল প্রদানকারী বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানে গাছ-গাছালি নিয়ে কবিতা আবৃত্তি হয়। ছোট-বড় সকলেই অংশ নিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। চিকিৎসকরা জানান, গাছ লাগিয়েই তাঁরা থেমে থাকবেন না। ভবিষ্যতে এই গাছগুলির পরিচর্যার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ নেবেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে এই কর্মসূচি। আয়োজকদের আশা, এই উদ্যোগ রানিগঞ্জের পরিবেশকে আরও অক্সিজেন সমৃদ্ধ করবে।

ডিভিসির বুলডোজার অভিযান, উচ্ছেদ ১১০টি আবাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: একমাসের সময়সীমা শেষ হতেই মাইথনের কল্যাণেশ্বরী লেব্যাংক এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। গত ১৫ জুন প্রথম দফার অভিযানের পর বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়ের হস্তক্ষেপে এক মাসের স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মেয়াদ ফুরোতেই শনিবার সকাল থেকে রাজ্য পুলিশ ও ডিভিসির নিজস্ব সুরক্ষা বাহিনীর উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে জবরদখলকারীদের আবাসন ভাঙার কাজ শুরু হয়। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কল্যাণেশ্বরী লেব্যাংক এলাকার মোট ১১০টি আবাসন ভেঙে ফেলা হবে।

ডিভিসির ডিজিএম (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সুখময় নায়ক বলেন লেব্যাংক এলাকায় মোট ১১০টি কোয়ার্টার বেআইনি দখলে ছিল। বিধায়কের অনুরোধে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। আইন মেনে নোটিশ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের দাবি সাড়ে চারশো পরিবার কুড়ি বছরের বেশি এখানে বসবাস করেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ ও জল সংযোগ কেটে ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়ায় তারা চরম সংকটে পড়েছেন। এক মাসের নোটিশে তাঁদের সরতে বাধ্য করা হল।

নিখোঁজ বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা গীতারানি খাঁ, বয়স ৬৭ বছর। শুক্রবার বিকেলে তাঁর কিছু গোরু নিয়ে ছড়াতে গিয়েছিলেন পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শালী নদীর তীরে। সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার পরেও বাড়িতে না-আসার জন্য পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে ওই বৃদ্ধাকে। খবর দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের এবং পাত্রসায়ের থানার পুলিশকে। জানা যায় গতকাল রাত্রি দুটো পর্যন্ত গ্রামবাসী এবং পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় বহু খোঁজাখুঁজি করার পরেও পাওয়া যায়নি এই বৃদ্ধাকে।

জেলা বিজেপির উদ্যোগে বস্ত্র উদ্যোগ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাটে পশ্চিমবঙ্গ বস্ত্র উদ্যোগ কর্মসূচি মহাসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় বসিরহাট বিজেপি সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে তাঁত শিল্পীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। বসিরহাট মহকুমার দশটা ব্লকে যে সমস্ত তাঁত শিল্প আছেন মূলত তাদের নাম নথিভুক্ত করে নিয়ে এই কর্মশালা শুরু হয়।

উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ অখিল ভারতীয় বস্ত্র উদ্যোগ মহা সংঘের সভাপতি ঘনশ্যাম পান্ডে, পশ্চিমবঙ্গ মহাসংঘের জেনারেল সেক্রেটারি জ্ঞান মোহন বসাক, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার উদ্যোক্তা সুভাষ চৌধুরী-সহ একাধিক ব্যক্তিবর্গ। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাঁত শিল্পীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তারপর ১৫ বছর তৃণমূল সরকার একই পথে হেঁটেছে। বসিরহাট জুড়ে যে তাঁত শিল্পীদের অভাব সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় রাজ্য যৌথভাবে এই শিল্পীদের যাতে আরো উন্নতি করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই কর্মশালা করছে।

মালিকের হাতে দোকান ফেরত বিজেপি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: দীর্ঘদিনের অভিযোগের অবসান ঘটল বলে দাবি। গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের কুমারগঞ্জ অঞ্চলে এক জনজাতি ব্যক্তির দোকানঘর, যা তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব জোরপূর্বক দখল করে দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ। তা অবশেষে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে শনিবার।

অভিযোগ, ২০১১ সালের আগে ওই জনজাতি ব্যক্তি নিজের দোকানঘরে ব্যবসা করে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁর দোকানঘর দখল করে সেখানে পার্টি অফিস তৈরি করে। অসহায় ওই ব্যক্তি বহুবার তৃণমূলের বিভিন্ন নেতার দ্বারস্থ হলেও কোনও প্রতিকার পাননি। এমনকি তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপির কাছেও বিষয়টি জানানো হলেও, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবের কারণে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ সম্ভব হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিজেপি নেতৃত্ব উদ্যোগ নিয়ে ওই দখলমুক্ত দোকানঘর উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। বিজেপির দাবি, এটি শুধুমাত্র একটি দোকানঘর ফেরানোর ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দখলদারি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতীক। অন্যদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অনশন মঞ্চ থেকে সোনমকে হাসপাতালে পাঠাল পুলিশ

অনশন চলছেই, দাবি করলেন স্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: যন্তর মন্তরের বিক্ষোভস্থল থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরেও অনশন ভাঙেননি সোনম ওয়াংচুক। হাসপাতালেই অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। নুনজল ছাড়া আর কিছু খাচ্ছেন না। দিল্লির সফদরজং হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো। তাঁর দাবি, দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কাজ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ, আদালতের নির্দেশে কোথাও হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথা বলা হয়নি। অন্য হাসপাতালে সোনমকে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড়ও শুরু করেছে তাঁর পরিবার। গীতাঞ্জলি জানিয়েছেন, সোনমের অনশন চলছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেও নুনজল ছাড়া কিছুই তিনি খাননি। অনশনের প্রথম থেকে তিনি নুনজল খেয়ে এসেছেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে অনশন করছেন সোনম। শনিবার তাঁর অনশনের ২১তম দিন। দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, সোনমের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে সরকারকে। এর পরেই শনিবার সকালে যন্তর মন্তরের সামনে থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে যায় হাসপাতালে। সেখান থেকেই গীতাঞ্জলি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘হাইকোর্ট হাসপাতালে ভর্তি করাতে বলেনি। শুধু বলেছে, যে কোনও ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত তা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। যা হচ্ছে, হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে হচ্ছে না।’

দিল্লি পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সোনমের অনশন ভেঙে দিয়েছে বলে অনেকে দাবি করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলি বলেন, ‘উনি এখনও অনশনেই আছেন। এখনও মিষ্টি কিছু খাননি। আগে যেমন নুনজল খাচ্ছিলেন, এখনও তা-ই খাচ্ছেন। আমরা যে হাসপাতালকে বিশ্বাস করি, সেখানে ওঁকে নিয়ে যাব। তার আবেদন জমা দিয়েছি। সরকার এতটা ভেবেছে, এখানে নিয়ে এসেছে, আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ বার আমরা সিদ্ধান্ত নেব কী করতে হবে। এতে আর সরকারের নাক গলানোর দরকার নেই।’ সফদরজং হাসপাতালে সোনমের তেমন কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন তাঁর স্ত্রী। সোনমের শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা কমে ২.৯ হয়ে গিয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। কিন্তু গীতাঞ্জলির দাবি, তা সম্ভব নয়। কারণ, শুক্রবারও পটাশিয়ামের মাত্রা ছিল ৪.৩। এক দিনে তা ২.৯-এ নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই হাসপাতালের ওই বক্তব্য অন্যত্র যাচাই করে দেখবেন তাঁরা। তার পর উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন। গীতাঞ্জলির কথায়, ‘এখানে কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। আপাতত শুধু পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে, আর কিছু পরীক্ষা দিয়েছে। সেটাও আমাদের বাইরের ল্যাব থেকে করাতে হচ্ছে। কারণ, আমরা যা রিপোর্ট চেয়েছি, এঁরা দিচ্ছেন না। পটাশিয়াম কাল ৪.৩ ছিল। আজকের মধ্যে তা ২.৯ হতে পারে না। সেটা আমরা যাচাই করতে চাই অন্য জায়গায় পরীক্ষা করিয়ে। তার পর প্রয়োজনীয় ওষুধ খাওয়াব।’

অভিজিতের মুখে কালি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: সোনম ওয়াংচুককে অনশন মঞ্চ থেকে পুলিশ জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর অনশনে বসেছেন ককরোচ পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে। শনিবার যন্তর মন্তরে অনশনরত দীপকের মুখে কালি ছুড়ে মারেন এক মহিলা। এই ঘটনা রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। শুরু হয় তুমুল হট্টগোল। যদিও এই ঘটনায় ‘গান্ধীপন্থা’ নিয়ে অভিজিৎ দীপকে বললেন, ‘নীল রং তাঁর ভীষণ প্রিয়।’ একইসঙ্গে ‘জয় ভীম’ স্লোগান দেন দীপক। শনিবার সকালে যন্তর মন্তরে অনশন মঞ্চে পর্দা ঢেকে সোনম ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের এহেন আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে গোটা দেশ। এই ইস্যুতেই মঞ্চের সামনে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন অভিজিৎ দীপকে। ঠিক সেই সময় তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁকে কালি ছুড়ে মারেন মারেন এক মহিলা। দীপকের মুখ কালিতে মাখামাখি হয়ে যায়। কাছে থাকা অন্যান্য আন্দোলনকারীরা সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলাকে ধরে ফেলেন। ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের হাতে যাতে মহিলা আক্রান্ত না হন তার জন্য কালি খেয়েও ময়দানে নামেন খোদ দীপকে। তার মধ্যেই ধস্তাধস্তি ও জুতো ছোড়া হয় মহিলার উদ্দেশে।

নিয়ন্ত্রণরেখায় চলল গুলি

অনুপ্রবেশ রুখল সেনাবাহিনী

শ্রীনগর, ১৮ জুলাই: আবার জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল ভারতীয় সেনা। রজৌরি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) বরাবর গোলাবর্ষণের খবর মিলেছে। ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর, সীমান্ত পেরিয়ে কয়েক জন সন্দেহভাজন পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই সেনাবাহিনী অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দেয়। বিগত কয়েক মাস ধরে বার বার সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। জঙ্গি বা অনুপ্রবেশকারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। সেনার দাবি, কঠোর নজরদারির জেরেই অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। চলতি বছরের মার্চে কয়েক দিনের ব্যবধানে জম্মু-কাশ্মীরের জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ আটকেছে সেনাবাহিনী। উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা জেলার উরি সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারী নিহত হয়। রজৌরি সেক্টরেও অতীতে বেশ কয়েকবার অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। শুক্রবার আবার ওই এলাকায় এলওসি-তে গোলাগুলি চলল। সেনা কর্তাদের মতে, শুক্রবার রাতে জম্মু-কাশ্মীরের ওই এলাকায় গোলাগুলি চলে। রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান থেকে কয়েক জন সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। আটকানোর চেষ্টা করলে তারা গুলি চালাতে শুরু করে। পাল্টা জবাব দেয় সেনা। শনিবার সকালে আবার ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ এবং সেনা। কোনও অনুপ্রবেশকারী এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা জানতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও অনুপ্রবেশকারীর উপস্থিতির খবর মেলেনি। শুক্রবার রাতের অভিযানে কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনা।

অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত আট, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

আমদাবাদ, ১৮ জুলাই: গুজরাতের আমদাবাদে অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ন’জন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিহতদের পরিবারকে দু’লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মোদী। আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য করা হবে বলেও এক্স পোস্টে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমদাবাদের বস্ত্রাল শহরে ওই আতশবাজির কারখানাটি ছিল। দমকল সূত্র উদ্ধৃত করে ‘এনডিটিভি’ জানিয়েছে, শনিবার দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ বিস্ফোরণের খবর পায় তারা। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে দু’টি ইঞ্জিন পৌঁছোয়। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। একে একে দগ্ধ দেহ কারখানা থেকে বার করে আনা হয়। দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয় আহতদের। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই কারখানার লাইসেন্স অনেক দিন বাতিল হয়েছে। তার পরেও কী ভাবে ওই কারখানা চলছিল, উঠেছে প্রশ্ন। পুলিশ জানিয়েছে, লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর একটি ঘরে অবৈধ ভাবে বাজি কারখানা চলছিল।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মেক্সিকো

মেক্সিকো সিটি, ১৮ জুলাই: শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল মেক্সিকোর দক্ষিণ উপকূল। স্থানীয় সময় শনিবার সকাল ৮টা ৪৮ মিনিটে ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.৩। এরপরই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নির্দিষ্ট অঞ্চলে সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। ভূমিকম্পে মেক্সিকো বা গুয়াতেমালায় কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি। কম্পন অনুভূত হয়েছে এল সালভাদরেও। জানা গিয়েছে, কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল গুয়াতেমালা সীমান্তের কাছে মেক্সিকোর চিয়াপাস রাজ্যের পুয়োর্টো মাদেরো বন্দরের প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরে। ওই কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ৩০০ কিমি ব্যাসার্ধের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। সতর্কতা জারি করে ওই এলাকার সমস্ত বাসিন্দাদের বলা হয়েছে সতর্ক থাকতে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুনামি সতর্কীকরণ ব্যবস্থা মেক্সিকো ও গুয়াতেমালার নিকটবর্তী উপকূলীয় এলাকায় সম্ভাব্য বিপজ্জনক সুনামি ঢেউয়ের বিষয়ে সতর্ক করেছে।

SBI এসবিআই রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার,
বেহালা, জীবনতারা বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৩

সংশোধনী

১৮.০৭.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভেহিকেল অকশন নোটিশের অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপনে **[ঋণগ্রহীতার নাম কৃষ্ণ শংকর চৌবে,]** অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ ‘নাম সুশান্ত বিভার, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১২৫৮৭’-এর পরিবর্তে **"নাম অদিতি সরকার"** এবং **"মোবাইল নং ৯৮৭৪৪১৭১৬৪"** হিসাবে পড়তে হবে। আগের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P. area. **1. Memo no.- 178/Bijur-II/2026,Tender no.-03/2026-27, 2. Memo no.- 179/Bijur-II/2026, Tender no.-04/2026-27, Date-17/07/2026** Closing date and time of Bid Submission - **25/07/2026 up to 5.30 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board & website- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan

TENDER NOTICE

L1 Rates are invited vide the process of e-tender from the reputed manpower agencies for supplying 487 nos. of crew to SBSTC. For details please visit : **www.sbstcweb.com** and **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

DUM DUM MUNICIPALITY

HAS published E-tender in the Govt website: **“wbtenders.gov.in.”** related to Management Contract of Dum Dum Municipal Specialised Hospital & Cancer Research center (Expansion Project), for running this Expansion Project in the greater interest of the public at large for a period of 10 Years vide memo no **233/DDM/GEN/27-28, Dtd 05/06/2026.** Published on **08/06/2026**. Due to change in liabilities amount, the dates of the e-tender are hereby extended, The Last date for dropping Bids is now **25/07/2026.** Technical Bids opening is on **27/07/2026.**
Sd/- Executive Officer
Dum Dum Municipality

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan

Memo No. : DTO-139/SBSTC/26
Date : 18/07/2026

SHORT NIT

South Bengal State Transport Corporation invites online bid from parties for Ticket Selling Agents for details visit **www.wbtenders.gov.in** or **www.sbstc.co.in**.
Last date for bid submission is 10/08/2026 at 15:00 hrs.
Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

SBI এসবিআই, ভগবানপুর (পাকাপোল) শাখা (১৮৫৪০)
গ্রাম ও পোঃ- পাকাপোল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৫
মোবা- ৯৬৭৪৭ ১২৩৮১, ই-মেইল- sbi.18540@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই ভগবানপুর পাকাপোল শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার লোন নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা সঠিকভাবে নোটিশ/নোটিশের জবাব দেননি বা প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত পাঠানো হয়েছে এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার লোন (গুলি) **২৪.০৭.২০২৬** এর আগে পরিশোধ করা না হয়, ব্যাঙ্ক পূর্ববর্তী তারিখে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে, নিলামের দিনে বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নে উল্লিখিত শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ লোনগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	স্বর্ণের অলঙ্কারেব ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৪.০৭.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২০ ক্যারাট গ্রস	গ্রস ওজন ১২.১৪ গ্রাম নিট ওজন ১১.১০ গ্রাম	১ টি চেইন
২.	২৪.০৭.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাট গ্রস	গ্রস ওজন ১৮.৭৭ গ্রাম নিট ওজন ১৭.৫০ গ্রাম	৫ টি আংটি
৩.	২৪.০৭.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাটগ্রস	গ্রস ওজন ১০.৬৭ গ্রাম নিট ওজন ১০.০০ গ্রাম	৪ টি কানের দুল সহ ঝুমকা

তারিখ: ১৯.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই ভগবানপুর পাকাপোল শাখা

DUBRAJPUR PANCHAYAT SAMITY
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No- 06/DPS/2026(15th FC) (2nd Call)
Memo No-390/DPS/2026
Dated-17/07/2026
Executive Officer, Dubrajpur Panchayat Samiti invites Tenders for 6(Six) nos of work closed on 24.07.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Dubrajpur Panchayat Samity
Dubrajpur Birbhum

SBI এসবিআই, ভগবানপুর (পাকাপোল) শাখা (১৮৫৪০)
গ্রাম ও পোঃ- পাকাপোল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৩৫
মোবা- ৯৬৭৪৭ ১২৩৮১, ই-মেইল: sbi.18540@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই ভগবানপুর পাকাপোল শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার লোন নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা সঠিকভাবে নোটিশ/নোটিশের জবাব দেননি বা প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত পাঠানো হয়েছে এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার লোন (গুলি) **২৪.০৭.২০২৬** এর আগে পরিশোধ করা না হয়, ব্যাঙ্ক পূর্ববর্তী তারিখে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে, নিলামের দিনে বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নে উল্লিখিত শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ লোনগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	স্বর্ণের অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৪.০৭.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাট	গ্রস ওজন ১৭.৫১ গ্রাম নিট ওজন ১৬.৩০ গ্রাম	৬ টি কানের দুল
২.	২৪.০৭.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাট	গ্রস ওজন ১৪.৬৭ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৫০ গ্রাম	৪ টি আংটি
৩.	২৪.০৭.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাট	গ্রস ওজন ১১.৩৫ গ্রাম নিট ওজন ১০.৫০ গ্রাম	১ টি চেইন
৪.	২৪.০৭.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাট	গ্রস ওজন ১২.৪০ গ্রাম নিট ওজন ১১.৫০ গ্রাম	৬ টি পাথ সহ বাউটি

তারিখ: ১৯.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই ভগবানপুর পাকাপোল শাখা

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Tender Notice No- 04/DDB/2026(RIDF XXXI) (2nd Call)
Memo No-1612/DDB/2026
Dated 17/07/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 1(One) no of work closed on 31.07.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Dubrajpur Birbhum

Notice Inviting e-Tender

1. Open Tenders are being invited by the Administrator, North Barrackpore Municipality from Manufacturer/bonafied suppliers for the followings:
Tender Reference No.: 693/NBM/Store (2026_MAD_5016998_1)
Date: 17.07.2026
Sub.: Procurement of Printing Items
Tender Reference No.: 694/NBM/Store (2026_MAD_5016999_1)
Date: 17.07.2026
Sub.: AMC of AC Machines
Last date of submission of tender: **27.07.2026 within 5 PM.** For details see **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পূর্ব সিঁথি শাখা
১১৩, পূর্ব সিঁথি রোড, পূর্ব সিঁথি
দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩০
স্বর্ণালঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এসবিআই পূর্ব সিঁথি শাখা থেকে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে যারা স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যেসব ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের নোটিশের যথাযথ উত্তর দেননি অথবা যাদের নোটিশ বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে, তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২৭.০৭.২০২৬** তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণঋণ পরিশোধ বা নিষ্পত্তি না করা হয়, তবে ব্যাংক কোনো প্রকার পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন নিচে উল্লিখিত সময় ও তারিখে শাখার প্রাঙ্গণ বা ‘গোল্ড হাব’-এ বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার সর্বসমক্ষে নিলাম করা হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত বা প্রত্যাহার করার এবং নিলাম চলাকালীন তা মাঝপথে বন্ধ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। নিলামে বিজয়ী ব্যক্তি সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে স্বর্ণালঙ্কার বুঝে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	অলংকারে থাকা মূল্যবান পাথরের আনুমানিক ওজন	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	স্বর্ণ অলংকারের ওজন (গ্রামে)	আইটেমের সংখ্যা
১.	২৭.০৭.২০২৬	দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত		২২ ক্যারাট	মোট ওজন ২১.৮৭০ গ্রাম নিট ওজন ২০.৫০০ গ্রাম	১টি চেন
২.	২৭.০৭.২০২৬	দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত		২২ ক্যারাট	মোট ওজন ৭.৮৮০ গ্রাম নিট ওজন ৭.০০০ গ্রাম	১টি নোয়া
৩.	২৭.০৭.২০২৬	দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	পাথর ১.৩০০	১৮ ক্যারাট	মোট ওজন ৫.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ৪.২০০ গ্রাম	১টি রিং (পাথর)
৪.	২৭.০৭.২০২৬	দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	পাথর ২.৫২০	১৮ ক্যারাট	মোট ওজন ৮.৫২০ গ্রাম নিট ওজন ৫.৮০০ গ্রাম	১টি রিং (পাথর)

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, পূর্ব সিঁথি শাখা

“ফর্ম নং আইএনসি-২৬”
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
রাধেশ্যাম হোল্ডিংস অ্যান্ড এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস কট ইয়ার্ন সিন্ডিকেট ১২তম তল, ৬৬ পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট, বড় বাজার কলকাতা পব - ৭০০০০৬ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **সোমবার ১ জুন ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **“পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য”** থেকে **“জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে”** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর এর অফিস (ইস্টার্ন রিজিওন) কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : কট ইয়ার্ন সিন্ডিকেট ১২তম তল, ৬৬ পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট, বড় বাজার কলকাতা পব - ৭০০০০৬
আবেদনকারীর পক্ষে এবং জন্য
রাধেশ্যাম হোল্ডিংস অ্যান্ড এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
প্রভাত কুমার বুবনা
ডিরেক্টর
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ডিন - ০১৪৪২৮৬১

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ডানকুনি শাখা
সানি টাওয়ার, টি.এন. মুখার্জি রোড, হিমনগর, মনোহরপুর, ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৩১১
স্বর্ণালঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এসবিআই ডানকুনি শাখা থেকে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে যারা স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যেসব ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের নোটিশের যথাযথ উত্তর দেননি অথবা যাদের নোটিশ বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে, তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **৩০.০৭.২০২৬** তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণঋণ পরিশোধ বা নিষ্পত্তি না করা হয়, তবে ব্যাংক কোনো প্রকার পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন নিচে উল্লিখিত সময় ও তারিখে শাখার প্রাঙ্গণ বা ‘গোল্ড হাব’-এ বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার সর্বসমক্ষে নিলাম করা হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত বা প্রত্যাহার করার এবং নিলাম চলাকালীন তা মাঝপথে বন্ধ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। নিলামে বিজয়ী ব্যক্তি সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে স্বর্ণালঙ্কার বুঝে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	অলংকারে থাকা মূল্যবান পাথরের আনুমানিক ওজন	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	স্বর্ণ অলংকারের ওজন (গ্রামে)	আইটেমের সংখ্যা
১.	৩০.০৭.২০২৬	দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত		১৮ ক্যারাট	মোট ওজন ১৬.৪০ গ্রাম নিট ওজন ১৪.২০ গ্রাম	১টি চেন
২.						২টি কানের দুল
৩.						১টি এইচ রিং
৪.						৩টি পাথর

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই ডানকুনি শাখা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইন্ডিয়ান বैंক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪ {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ১২.০৫.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, জনাব মিজানুর মোল্লা পিতা জনাব নাবির আলি মোল্লা, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং- ৪০৩, ব্লক বি, গ্রীনল্যান্ড পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, পোঃ- নরেন্দ্রপুর, থানা- সোনারপুর, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পিন-৭০০১০৩-কে আমাদের সেলিমপুর শাখা থেকে ঋণ গ্রহণকৃত-কে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া **২৭,৫৭,৪৬০.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশো ষাট টাকা মাত্র)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত আইনের রুলগুলির রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৮ই জুলাই ২০২৬** তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **২৮,০২,৭০৯.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ দুই হাজার সাতশো নয় টাকা মাত্র) ১৮.০৭.২০২৬ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষে হবে। আমরা সুরক্ষিত সম্পদগুলির উপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার সংক্রান্ত সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলগুলির বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকী সম্পত্তি: সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি- ২০০০৭৪৫৫৩৪৮২- সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০০৭৩১৪২৩১৯
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফোর্থ ফ্লোরে অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যার ফ্ল্যাট নং ৪০৩, পরিমাপ কমবেশি ৭১৬ বর্গফুট, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি বসার ঘর, দুটি শৌচাগার, রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা, যা ‘গ্রীনল্যান্ড পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’ হাউজিং প্রজেক্টের ব্লক বি-তে অবস্থিত, সেইসঙ্গে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস রয়েছে, যা এল.আর. খতিয়ান নং- ১২১৯/১, ৭৩৮, এল.আর. দাগ নং- ১৭০৭ এবং ৪৮২, আর.এস. খতিয়ান নং - ৭৪০, আর.এস. দাগ নং- ১৬৮২ এবং সম্পর্কিত এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৩৮ এর অন্তর্ভুক্ত, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি হোল্ডিং নং- ৫১৭, থানা- সোনারপুর, কুমড়াখালি জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা এর অধীনে অবস্থিত।
চৌহদ্দির বিবরণ-: উত্তর দিকে: ব্লক এ বিল্ডিং / সোনারপুর স্টেশন রোড দ্বারা; **দক্ষিণ দিকে:** ব্লক- সি বিল্ডিং / আর.এস. দাগ নং ১৬৮৪ দ্বারা; **পূর্ব দিকে:** আর.এস. দাগ নং-১৬০৫ দ্বারা; **পশ্চিম দিকে:** খোলা পুকুর এলাকা / আর.এস. দাগ নং- ১৫৯৮ এবং ১৬৮৪ দ্বারা।
সম্পত্তিটি জনাব মিজানুর মোল্লার নামে রয়েছে।

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৬, স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
পরিশিষ্ট IV

বর্ধমান শাখা
বৈদ্যনাথ কাতরা, বি.সি. রোড, বিজয়া তোরণ এর নিকট, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ধারা ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৮.০৫.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী সোনি দেবী শাউ,** স্বামী শ্রী রাজ কুমার শাউ **এবং শ্রী রাজ কুমার শাউ** পিতা হরিশ চন্দ্র শাউ, নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২১,৩৯,৪৩৭.৫৯ টাকা (একুশ লাখ উনচল্লিশ হাজার চারশ সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং উনষাট পয়সা)** (যা **০৮.০৫.২০২৬ অনুযায়ী** মূল এবং সুদ সহ পরিমাণ বকেয়া) **০৯.০৫.২০২৬** থেকে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪ জুলাই ২০২৬** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২১,৩৯,৪৩৭.৫৯ টাকা (একুশ লাখ উনচল্লিশ হাজার চারশ সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং উনষাট পয়সা)** (যা **০৮.০৫.২০২৬ অনুযায়ী** মূল এবং সুদ সহ পরিমাণ বকেয়া) **০৯.০৫.২০২৬** থেকে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি **শ্রীমতি সোনি দেবী শাউ** স্বামী রাজ কুমার শাউ এর নামে, পরিমাপ ০.০৩২ একর, তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা-ইছলাবাদ, থানা : বর্ধমান, জেলা : বর্ধমান, জেএল নং ৭৫, এলআর প্লট নং ৩০৮৪, আরএস প্লট নং ১১৪৯, খতিয়ান নং এলআর ১১১৬২,আরএস খতিয়ান নং ১০ এবং **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক।দক্ষিণে : অসিত রায়ের জমি সম্পত্তি। পূর্বে : স্বপন কুমার হেমব্রম এর ভবন। পশ্চিমে : দেবাশিস দত্তর ভবন।

তারিখ : ১৪.০৭.২০২৬
স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing including repairing of Pole at Meghmallar Sarani beside Jay Jayanti Sarani Bidhannagar Ward No.- 27, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-13/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016965_1 • Estimated Amount : 4,99,215/-

2) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing including repairing of Pole on the path beside Pinnacle Future Build Pvt. Ltd., Aranyak (West), Bidhannagar, Ward No.- 27, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-14/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016968_1 • Estimated Amount : 2,51,287/-

3) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing including repairing of Pole on the Jawahar Lal Neheru Road in between Santosh Park Market and Fuljhore More, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-15/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016979_1 • Estimated Amount : 4,97,381/-

4) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of LED Lights, Faulty Cable, Feeder Piller Box at Mohanbagan Avenue, Ward No.- 25, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-16/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016985_1 • Estimated Amount : 4,98,464/-

5) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of LED Lights Fittings, Faulty Cable, Earthing including repairing of Muffing at Shastri Avenue, Bidhannagar, Ward No.- 27, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-17/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016996_1 • Estimated Amount : 4,43,312/-

6) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of LED Lights Fittings, on the connection Roads (a) from Fuljhore More to Haribazar and (b) from Haribazar to Pardoi Bidhannagar, Ward No.- 25, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-18/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016997_1 • Estimated Amount : 4,30,073/-

7) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing including repairing of Pole on the path beside Chaffe Street, Titov Street, Blue4 Street, Apollo Street etc. Bidhannagar, Ward No.- 27, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-19/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017000_1 • Estimated Amount : 4,99,841/-

8) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacing the Damaged Poles at Merbold Street, Bidhannagar, Ward No.- 27, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-20/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017003_1 • Estimated Amount : 3,68,824/-

9) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Faulty Cable, Earthing etc., at Doctors Colony, City Centre, Ward No.- 22, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-21/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017004_1 • Estimated Amount : 4,96,970/-

10) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing at Bengal Ambuja, Street No.- 30 Ward No.- 22, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-22/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017007_1 • Estimated Amount : 4,28,467/-

Last Date : 27th July 2026, 04:00 pm
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণে বেদনা

ড. বিমলকুমার শীট

শ্রাবণ মাস বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জীবনে অশুভ মাস । কারণ এই মাসে দুই নক্ষত্রের পতন ঘটে ছিল প্রায় ৫০ বছরের ব্যবধানে । প্রথম জন ছিলেন বিদ্যাসাগর, তাঁর প্রয়াণ ঘটেছিল ১৩ শ্রাবণ, ১২৯৮ সনে, দ্বিতীয় জন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর প্রায়াণ ঘটে ছিল ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ সনে, এদের প্রয়াণ জনমনে এতখানি জায়গা জুড়ে ছিল যে, অন্য কারুর ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় নি । তাই যখন এই দুই মণীষীর প্রয়াণ দিবস আসে তা কখনই এক ঘেয়েমির কালগ্রাসে আচ্ছন্ন হতে দেখা যায় নি। বিদ্যাসাগর আজও আমাদের কাছে অমর। তিনি সর্বদাই আমাদের সঙ্গেই আছেন। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন চরিত যেন বাঙালীর ঘরে ঘরে অবশ্য পাঠ্য বিষয়। হবেই বা না কেন? বর্ণপরিচয়ের ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ দিয়েই সবার শৈশব পথ চলা শুরু হয় । আর শৈশবকে তো কখনও ভোলা যায় না । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা লাভ করেছেন সেই বই পড়ে '...আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল, কিন্তু সে কথা আমার মনেও নেই । কেবল মনে পড়ে তজল পড়ে পাতা নড়েদ। তখন তক্কর খলদ প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি । সেদিন পড়িতেছি, তজল পড়ে পাতা নড়েদ। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা' (জীবনস্মৃতি)।

বিদ্যাসাগরের জীবনে মানসিক আঘাত এলেও দৈহিক আঘাত আসে নি । তা আসে ১৮৬৬ সালে ১৬ ডিসেম্বর, উত্তরপাড়ায় মেয়েদের একটি স্কুল পরিদর্শন করে ফিরছিলেন । সেই সময় দুর্ঘটনায় গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যকৃতে আঘাত পান । অচেতন বিদ্যাসাগরকে কলকাতায় আনলেন মিস কার্পেন্টার । ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার জানালেন, লিভারে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে ও অ্যাবসেস দেখা দিয়েছে । শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, ১২৯১ সালের বৈশাখ মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত পীড়া এত দূর প্রবল হয় যে, তাহাতে দাদার জীবন সংশয় হয় । চিকিৎসক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আফিং খাইতে আরম্ভ করেন । ---কিন্তু দুই তিন মাস পরে পুর্নবার পীড়ার উদয় হইল । আফিংয়ের মাত্রায় উপকার না হওয়ায়, আফিং পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলে, কিন্তু কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারিলেন না'। এরপর থেকে বিদ্যাসাগরের শরীর ভালো যাচ্ছিল না তখন চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি কলকাতার বাইরে গঙ্গার উপর কোনো বাড়িতে বাস করে কিছু উপকার হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখাবার সঙ্কল্প করেন । সেজন্যই তিনি চন্দননগরে যান ।

বিদ্যাসাগর চন্দননগরে গঙ্গার ধারে স্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে দুটি পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন । একটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুর মহিলারা বসবাস করতেন । উহার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা ছিল, তবে এখন আর নেই । সেইখানে বিদ্যাসাগর স্বয়ং বাস করতেন । মাঝে মাঝে মেট্রোপলিটানের ও অন্যান্য বিষয় কর্মের জন্য বিদ্যাসাগরকে কলকাতা আসতে হত । প্রথম মাসে অল্প স্বাস্থ্য লাভ করলেন । কিন্তু কন্যা ও দৌহিদ্ররা কাছে না থাকায় ও মনের স্বচ্ছতা না থাকায়, তিনি তাদেরকে চন্দননগরে নিয়ে যান । চন্দননগরের অধিবাসী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পিতা ইন্দ্রকুমারের' বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যাসাগরের ভাড়াবাড়ি । যোগেন্দ্রকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমরা তাঁহার সহিত উপরে গেলাম । কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি তো বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম । একি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বসিবার ঘর না কোনো ইউরোপীয় ভদ্রলোকের ড্রয়িং রুম । প্রকাণ্ড হল, তিন দিকে দেওয়ালের গায়ে পুস্তক পরিপূর্ণ সারিসারি আলমারি । সকল পুস্তকই অতি সুন্দর, বাঁধানো চকচক করিতেছে । হলের ঠিক মাঝখানে একটা বড় টেবিল, উহার চারদিকে অনেকগুলি চেয়ার । উত্তরদিকের প্রাচীর গাত্রে একখানি ছোটখাট বিছানা পাতা । সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় শয়ন করেন । পশ্চিমের দেওয়ালে আলমারির উপরে পাশাপাশি দুইখানি তৈলচিত্র' (পিতামাতার)। চন্দননগরে থাকাকালিন অনেক লোক তার কাছে আসতেন । ফাল্গুন মাস হতে চন্দননগর আর স্বাস্থ্যকর বোধ হল না । বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস না থাকলেও, কেবল কন্যা প্রভৃতির অনুরোধ, পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়ন ও হোমের ব্যবস্থা করে, কলকাতায় বাদুড়বাগানে বাটিতে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করেন । কিন্তু উত্তরোত্তর পীড়া বৃদ্ধি হল । জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে চন্দননগর ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন । আষাঢ় মাস জুড়ে রোগের উপদ্রপ বাড়া কমা চলতে লাগল। হকিমের চিকিৎসা বন্ধ হল, ডাকা হল ডাক্তার ম্যাকোনেল সাহেবকে । তারা অসাধ্য বলায় ডাক্তার শালজার সাহেবের দ্বারা চিকিৎসা হয় । কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন । ১৩ই শ্রাবণ ১২৯৮ সনে দুপুর হতে বিদ্যাসাগরের জ্বর বৃদ্ধি হতে লাগল । ঐ দিন রাত্রি একটা পনের মিনিটের পর জ্ঞান লোপ পেল, ২.১৮ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয় ।

বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাদুড়বাগানে মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়বর্গ তাঁকে নিজে ব্যবহৃত পালঙ্কে শয়ন করিয়ে, তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর আদরের জিনিস মেট্রোপলিটন কলেজ (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) কিছুক্ষণ রেখে, পুনরায় কাঁধে বহন করে নিমতলা ঘাটে নামালেন । কিছুক্ষণ পর শ্মশানে অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল । কবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের ভাইঝি লেখিকা মানকুমারী বসু বিয়ের দশ বছরের মধ্যে বিধবা হন, তিনি দেশ-হিতৈষী, নারী হিতৈষী এবং সমাজ শিক্ষক, তাঁদেরকে মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা করতেন । তিনিও সেদিন সংবাদ পেয়ে নিমতলা শ্মশান ঘাটে যান এবং তিনি তখন স্বচক্ষে বিদ্যাসাগরের সৎকার দেখে মর্ম্মস্পর্শি ভাষায় লিখেছেন, 'আই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে ! ঐ আগুনে বাঙলার সর্বনাশ হইতেছে ! বাঙালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে ! ঐ ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে । ঐ আগুনে বাঙালীর প্রধান গর্ব প্রধান অহঙ্কার পুড়িয়া যাইতেছে । ঐ চিতার আগুনে আজ কত কি ফুরাইল, কত কাঙ্গাল গরীবের মাতা পিতা হারাইল । কত হৃদয় আজি আসা ভরসা হারাইল, শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইতেছে! ঐ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছেদ।

মানকুমারী বসুর এই বক্তব্যে যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রচনায় সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যোগ, বিশ্বের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানধর্মী মননের প্রসার, সমাজ-সচেতন সাংবাদিক, ধর্মচিন্তা, তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে সাধারণ জনসাধারণের মাথা ব্যথা ছিল না । তাঁর দীনদরিদ্র মানুষদের জন্য সাহায্য প্রদান শুধু সে যুগের নয় এ যুগেও বিরল ঘটনা ছিল । গরীব দুঃখীগণ , যারা তাঁর নিভৃতদানে জীবন ধারণ করত , তারা সকলে অনাথ হয়ে ছিল। ইনি ছিলেন দীনদরিদ্রের পিতামাতা । কাড়মাটাঁড়ে সাঁওতালদের জন্য তাঁর সাহায্য সে তো এক ইতিহাস। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে তাঁদের হৃদয় হাহাকার করে উঠে ছিল । শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় গড়ে তোলা, নিজেই তাঁর ভার গ্রহণ ফলে অনেকে উপকৃত হয়ে ছিল। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাত্র এই সাত মাসের মধ্যে তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি আর নদীয়ায় ১টি। বিদ্যাসাগরের গভীর বিশ্বাস, এই জ্ঞানার্জনই পারবে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানধর্মী সমাজের গোড়াপত্তন করতে, ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলচ্ছেদ করতে । বিদ্যাসাগরের প্রয়াণে কত অনাথ ছাত্রমণ্ডলী শূণ্যদৃষ্টিতে অন্ধকারময় আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল । তাঁদের অভিভাবকেরা অভিভাবক হারা হয়ে ছিলেন । কাঙালদের দাঁড়াবার আর আশ্রয় রইল না ।

বিধবা বিবাহ আন্দোলন ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ম । তা করতে গিয়ে তাঁকে সর্বশান্ত, ও ঋণগ্রস্ত হতে হয়ে ছিল । তাঁকে সমাজ থেকে কম বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় নি । তবুই তিনি সফল হয়ে ছিলেন । বিদ্যাসাগরের প্রয়াণে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যহীনা নারীদের হৃদয় শূন্য হয়ে গিয়ে ছিল । অন্য কেউ নারীদের নিয়ে এমনতর ভাবে নি । সমাজে অসহায় বিধবা মহিলাদের দুঃখ যন্ত্রনা বিদ্যাসাগর ছাড়া দ্বিতীয় আর কে বা বুঝে ছিলেন ।

ভারতের পশ্চিমে জামনগরেও বিদ্যাসাগরের দয়ার অনুভূতি টের পাওয়া গেছে । শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মৃত্যুর (১৮৮৬) পর বরানগর মঠ থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ পরিব্রাজক হিসাবে ভ্রমণে (১৮৮৭-৯৬) বেরিয়ে পড়লেন । ঘুরতে ঘুরতে জামনগরের ধন্বন্তরী ধামে ঝন্টু ভটজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় ।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন শেঠজীর বাড়িতে থাকতেন । তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতিকথা'তে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, শেঠজীর বাড়িতে তিনি আমাকে দেখিতে যাইতেন, তাহার কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাসাগরের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনীও বাহির হইয়াছে । ভটজী তাঁহার এক কপি আনাইবার জন্য জিদ করিয়া পয়সা দিলেন এবং বই আসিলে প্রত্যহ শেঠজীর বাড়ি গিয়া জীবনী শুনিতেন । যখনই বিদ্যাসাগরের কোন দয়ার কার্য শুনিতেন, অমনই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেনদ। তাই মনে হয় দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরকে ছাপিয়ে গিয়ে ছিল । শ্রাবণ মাস বাঙালী হৃদয়কে প্রকৃত শূন্য করে দিয়ে ছিল ।

১০ গোলের ম্যাচে ইংল্যান্ড তৃতীয়
এমবাপ্পের রেকর্ড, সাকার হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এসেছিল শিরোপা জিততে। সেখানে তৃতীয় হওয়ার ম্যাচ খেলাটা দুই দলের জন্যই বেশ কষ্টের। দুই দলের কোচও জানিয়েছিলেন, এই ম্যাচটি কেউ খেলতে চায় না। ৬ গোল করা হ্যারি কেইন যেমন বেঞ্চেই ছিলেন। শেষ বাঁশি বাজার পর তাঁর কি একটু আক্ষেপ হয়নি?

কেইন যেহেতু গোল করতে ভালোবাসেন, ১০ গোলের ম্যাচটা বেঞ্চে বসে দেখে মনে মনে একটু কেমন কেমন তো লাগাই স্বাভাবিক।

বুকায়ো সাকা যেমন হ্যাটট্রিক করলেন, কিলিয়ান এমবাপ্পে জোড়া গোল। তাতে ভাঙল বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। ফাইনালে এমবাপ্পেকে টপকানোর সুযোগ থাকছে লিওনেল মেসির। কিন্তু টপকে যে যাবেনই সেটা তো আর নিশ্চিত নয়। এমবাপ্পেকে তাই এ ম্যাচেই যা করার করতে হতো। বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে এটাই ছিল একমাত্র আগ্রহের বিষয় গোল্ডেন বুটের লড়াই কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! কিন্তু মায়ামির থ্রিলার দেখে থাকলে এটাও নিশ্চিত, গোলের পর গোলে চাপা পড়েছে শুধু গোল্ডেন বুটের সমীকরণ নিয়ে আগ্রহও। দশে মিলে করি গোল বলে যদি কিছু থেকে থাকে, এটা তবে সেই ম্যাচ। যেখানে ফ্রান্সের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৬-৪ গোলের জয়কাব্যে পর্ব দুটি। প্রথমটি যদি হয় ইংরেজ শাসন, পরেরটি তাহলে ইংরেজদের ফরাসি ভীতি। কারণ? ইংল্যান্ড প্রথমার্ধে এগিয়ে ছিল ৪-০ গোলে।

অথচ ধারাভাষ্যকার দুই অর্ধেই বললেন, প্রত্যাশার চাপ নেই, আনন্দ নিয়ে খেলছে দুই দল। ওদিকে দুই কোচের একাদশেই সাতটি করে বদল। কাগজ-কলম বলছিল, কেউ এই ম্যাচ খেলতে চায় না। কিন্তু মাঠের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, ফাইনাল নয় তো!

২ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে বক্সের বাইরে থেকে ডেক্লান রাইসের দারুণ শটে এই দশ গোলের অভিযাত্রার শুরু। এরপর ১৮ মিনিটে এজেরি কনসার হেডে গোল, ৩৭ ও ৪৫১ মিনিটে বুকায়ো সাকার জোড়া গোলে ফ্রান্সকে ভীষণ অসহায় লাগছিল। মনে হয়েছে, সেমিফাইনালে আত্মসমপনের ঘোর কাটেনি।

ভুল। ৪৮ মিনিটে এমবাপ্পের বাঁ পায়ের দারুণ ফিনিশিংয়ে একটু একটু করে ঘোর কাটতে শুরু হলো গ্যালারির। মাইকেল ওলিসের পাস থেকে করা এ গোলে মেসিকে পেছনে ফেলে গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে এমবাপ্পে সবার ওপরে। এবার বিশ্বকাপে তাঁর ৯ম গোল। ম্যাচে ফ্রান্স তখন ফিরতে শুরু করেছে। প্রথমার্ধে ইংল্যান্ড যেমন তেড়েফুঁড়ে খেলেছে, যেন সেটারই জবাব। সেই ধারবাহিকতায় ৫৪ মিনিটে বারকোলার গোল। এর ১২ মিনিট পরই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এমবাপ্পের গোল এবং বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড (২২)। পেছনে পড়ল মেসির ২১ গোল। এবারও এমবাপ্পের পাসদাতা সেই ওলিসেই। বিশ্বকাপে এটা তাঁর সপ্তম অ্যাসিস্ট। এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের রেকর্ড এখন ফরাসি মিডফিল্ডারের। পেছনে ফেললেন কাকে? পেলে! ১৯৭০ বিশ্বকাপে, ছয়টি।

ম্যাচে স্কোর ৪-৩ হওয়ার পর ৮৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে বুকায়ো সাকার গোলে একটু ভীতি কাটায় ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে এটি দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। সাকার আগে কে? পেলে! ১৯৫৮ বিশ্বকাপে।

গোল উৎসবে যোগ দিতে দিতে দেরি করে ফেলেন দেম্বেলে ও বদলি নামা জুড বেলিংহাম (৭)। দুজনের গোলই যোগ করা সময়ে। শেষ বাঁশি বাজার পর দেখা গেল ইংল্যান্ড জিতেছে এবং বিশ্বকাপে গত ৬০ বছরের মধ্যে এটা তাঁদের সেরা সাফল্য। তৃতীয়স্থান। ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশমের বিদায়টা আনন্দময় হলো না। শুধু গোলের আনন্দে পাল্টাল রেকর্ড বইয়ের পাতা। বিশ্বকাপে তৃতীয়স্থান নির্ধারণীতে এটাই সর্বোচ্চ গোলের ম্যাচ। পেছনে পড়ল কোন ম্যাচ? ১৯৫৮ বিশ্বকাপের ৬-৩, পশ্চিম জার্মানির বিপক্ষে জিতেছিল এই ফ্রান্সই। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি যৌথভাবে তৃতীয় সর্বোচ গোলের ম্যাচ।

দশ অজানা তথ্যে ১০ নম্বরের বাদশাহ!

অনিন্দ্য কিশোর

'লিওনেল' নামের পেছনের আসল কাহিনি

মেসির নামকরণের পেছনে মার্কিন পপ গায়ক লিওনেল রিচির অবদান অনেকেই জানেন। তবে অজানা তথ্য হল, ১৯৮৭ সালে (মেসির জন্মের বছর) লিওনেল রিচির 'Say You– Say Me' এবং 'All Night Long' গান দু'টি আর্জেন্টিনায় তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মেসির বাবা হোর্হে মেসি এবং মা সেলিয়া এই গানের এতই ভক্ত ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের তৃতীয় সন্তানের নাম গায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'লিওনেল' রাখেন। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে লিওনেল রিচি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে এই ঘটনাটি স্বীকার করে গর্ববোধ করেন।

টিস্যু পেপারের চুক্তির নেপথ্যের হতাশা

২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর বার্সেলোনার রেস্তোরাঁয় সেই বিখ্যাত 'ন্যাপকিন চুক্তির' কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু অনেকেই জানেন না, বার্সেলোনা বোর্ড প্রথমে মেসিকে সই করাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কারণ একজন ১৩ বছর বয়সী বিদেশি ছেলের পেছনে বিনিয়োগ করা তখন বিরল ছিল। মেসির বাবা হোর্হে হতাশ হয়ে আর্জেন্টিনায় ফিরে যাওয়ার হুমকি দিলে বার্সেলোনার স্পোর্টিং ডিরেক্টর কার্লেস রেক্সাচ এতটাই মরিয়া হয়ে ওঠেন যে, হাতের কাছে কাগজ না পেয়ে রেস্তোরাঁর ন্যাপকিনেই খসড়া লেখেন। এতে রেক্সাচ ছাড়াও এজেন্ট হোসেপ মিনগেয়া এবং হোরাসিও গ্যাগিওলি স্বাক্ষর করেছিলেন।

চে গুয়েভারা এবং মেসির 'রোজারিও' সংযোগ

বিপ্লবী চে গুয়েভারা এবং লিওনেল মেসি; উভয়েই আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরের সন্তান। তবে চমকপ্রদ তথ্য হল, মেসির আইকনিক অবস্থানকে প্রায়শই পপ-কালচারে চে গুয়েভারার টি-শার্টের জনপ্রিয়তার সাথে তুলনা করা হয়। রোজারিও শহরে চে গুয়েভারার একটি বিশাল ভাস্কর্য রয়েছে। কিন্তু শহরের স্থানীয় ফুটবল ক্লাবগুলোর মধ্যে (নিউওয়েলস এবং রোজারিও সেন্ট্রাল) চরম দ্বন্দ্বের কারণে দীর্ঘদিন রোজারিও শহরে মেসির কোনও সরকারি স্মৃতিস্তম্ভ ছিল না।

বোজান ক্রকিচ এবং মেসির 'কাতালান' রক্তসম্পর্ক

বার্সেলোনার প্রাক্তন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড বোজান ক্রকিচ এবং মেসি যে দূরসম্পর্কের ভাই, তা ২০১১ সালে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম Diari Segre-এর এক গবেষণায় প্রথম প্রমাণিত হয়। অজানা তথ্যটি হল, ১৮৪৬ সালে স্পেনের কাতালোনিয়ার 'এল পোয়াল' নামক ছোট শহরের মারিয়ানো পেরেজ এবং তেরেসা লোবেরা নামক এক দম্পতির বংশধর হলেন এই দুই তারকা। মেসির প্রপিতামহ রামন পেরেজ ১৯২০-এর দশকে আর্জেন্টিনা চলে যান আর বোজানের পূর্বপুরুষ স্পুনেই থেকে যান।

স্পেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং এক 'সাজানো' ম্যাচ

স্পেন ফুটবল ফেডারেশনের পরিচালক জিনেস মেনেনদেজ মেসিকে স্পেনের হয়ে খেলানোর জন্য মরিয়া ছিলেন। কিন্তু মেসি যখন আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার জেদ ধরেন, তখন স্পেনের হাত থেকে মেসিকে 'বাঁচাতে' আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ভচঅ) তড়িঘড়ি করে প্যারাগুয়ে অনূর্ধ্ব-২০ দলের বিপক্ষে একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচের আয়োজন করে। এটি কেবল ফিফার নিয়ম অনুযায়ী মেসিকে চিরতরে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য আয়োজিত একটি 'ডামি' ম্যাচ ছিল।

অভিষেকের লাল কার্ড এবং ড্রেসিংরুমের কান্না

হাঙ্গেরির বিপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিষেকের মাত্র ৪৭ সেকেন্ডে লাল কার্ড দেখার ঘটনাটি বিখ্যাত। তবে অজানা বিষয়টি হল, হাঙ্গেরির খেলোয়াড় ভিলমোস ভ্যানজাক পেছন থেকে মেসির জার্সি টেনে ধরেছিলেন, ছাড়ানোর জন্য মেসি হাত চালালে তা ভ্যানজাকের মুখে লাগে। রেফারি মার্কাস মার্ক সরাসরি লাল কার্ড দেখান। ম্যাচ শেষে সতীর্থরা ড্রেসিংরুমে ফিরে দেখেন, ১৮ বছর বয়সী মেসি এক কোণায় বসে অঝোরে কাঁদছেন এবং ভাবছেন তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার বুঝি শুরুতেই শেষ হয়ে গেল!

বেঞ্জামিন আগুয়েরো ফুটবলের সবচেয়ে 'ভারী' রক্ত

সার্জিও আগুয়েরোর ছেলে বেঞ্জামিনের গডফাদার যে মেসি, তা ভক্তরা জানেন। তবে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর পারিবারিক মেলবন্ধন হল এই বেঞ্জামিন। তাঁর দাদু হলেন স্বয়ং দিয়েগো মারাদোনা, বাবা সার্জিও আগুয়েরো এবং গডফাদার বা ধর্মপিতা লিওনেল মেসি! ফুটবলের সর্বকালের সেরা প্রতিভাদের এমন পারিবারিক সম্মেলন বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই।

ঠাকুমা সেলিয়ার সেই ঐতিহাসিক জেদ

আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ঠাকুমা সেলিয়া অলিভেরা কুচ্চিন্তিনিকে স্মরণ করার নেপথ্যে একটি গল্প আছে। স্থানীয় ক্লাব 'গ্রান্দোলি'-তে একদিন বয়স্ক ছেলেদের একটি ম্যাচে এক খেলোয়াড় কম পড়েছিল। কোচ সালভাদর আপারিসিও ছোট মেসিকে খেলাতে চাননি কারণ সে খুব ছোট ছিল। কিন্তু ঠাকুমা সেলিয়া কোচের সাথে রীতিমতো ঝগড়া করে বলেন, 'ওকে মাঠে নামাও, দেখবে ও কী করতে পারে!' সেই ম্যাচেই মেসি পুরো মাঠ ড্রিবল করে সবাইকে অবাক করে দেন। ঠাকুমার ওই জেদ না থাকলে হয়তো মেসির ফুটবল শুরু হতে আরও অনেক দেরি হত।

সর্বাধিক লাইক পাওয়া ছবির 'নকল' ট্রফি রহস্য

বিশ্বকাপ জয়ের পর মেসির উল্লাসের ছবি ইনস্টাগ্রামের ইতিহাসে সর্বাধিক লাইকের রেকর্ড গড়ে। তবে সবচেয়ে বড় অজানা এবং চমকপ্রদ তথ্যটি হল, ওই ছবিতে মেসি পরম আদরে যে বিশ্বকাপটি উঁচিয়ে ধরে আছেন, সেটি ফিফার আসল ট্রফি ছিল না! গ্যালারি থেকে আর্জেন্টিনার এক ভক্ত যুগলের তৈরি একটি নিখুঁত 'রেপ্লিকা' বা নকল ট্রফি খেলোয়াড়দের হাতে হাতে মাঠে চলে আসে এবং মেসি ভুলবশত সেটি নিয়েই উদযাপন করে ছবি তোলেন। পরে সতীর্থ অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া আসল ট্রফি দেখিয়ে মেসির ভুল ভাঙান।

চিকিৎসার খরচে ক্লাবের প্রত্যাখ্যান

মেসির 'গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি' (GHD) বা শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার রোগের চিকিৎসার খরচ বার্সেলোনা দিয়েছিল, এটা জানা কথা। কিন্তু অজানা সত্যটি হল, মেসির শৈশবের ক্লাব 'নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ' প্রথমে মাসে ১০০০ ডলারের এই চিকিৎসা খরচ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে তা দিতে অস্বীকার করে। এমনকি আর্জেন্টিনার অন্যতম বড় ক্লাব 'রিভার প্লেট'-এ মেসি ট্রায়াল দিয়ে নির্বাচিত হলেও, তারাও এই চিকিৎসার খরচ বহন করতে রাজি হয়নি। নিজের দেশের ক্লাবগুলোর এই অবহেলাই মেসিকে ১৩ বছর বয়সে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে বার্সেলোনায় যেতে বাধ্য করেছিল।